**৭ম সপ্তাহ**

## রবিবার

এ রবিবার তখনই পালিত হয়, যখন প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হয়।

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৩:১৮-২৪**

**বিশ্বাস ও ভালবাসার আজ্ঞা**

বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়,
বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।
এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গত,
এবং তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব
—আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—
কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।
প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,
তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
আর যা কিছু যাচনা করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই,
কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি।
আর এই তো তাঁর আজ্ঞা:
আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি
ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে,
সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন:
যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

**শ্লোক ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯,১০ দ্রঃ**

*প্র* ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
*উ* এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা। আল্লেলুইয়া।
*প্র* ঈশ্বর পবিত্র আত্মায় প্রজ্ঞাকে সৃষ্টি করলেন; তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর।
*উ* এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি** **৬ষ্ঠ বিভাগ ৯-১০**

**ভালবাসা হল পবিত্র আত্মার ফল**

*এই তো ঈশ্বরের আজ্ঞা: আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি।* তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, এই তো আজ্ঞা; তাও দেখতে পাচ্ছ যে, যে কেউ এ আজ্ঞাটি লঙ্ঘন করে, সে সেই পাপ করে যা ঈশ্বর থেকে জাত সমস্ত মানুষ এড়ায়। *তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন* আমরা সেই অনুসারে পরস্পরকে ভালবাসব; *আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন। আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।* তবে কি একথা স্পষ্ট নয় যে, মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মা যে কাজ

সাধন করেন তা হল তার অন্তরে যেন ঐশভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্ভব হয়। *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।* প্রেরিতদূত পলের এ বাণী কি স্পষ্ট নয়? সাধু যোহন নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃপ্রেমেরই কথা বলছিলেন; তাঁর বক্তব্য ছিল: প্রভুর সামনেই হৃদয় পরীক্ষা করা দরকার: *আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,* অর্থাৎ আমাদের হৃদয় সাক্ষ্যদান করে কিনা যে ভ্রাতৃপ্রেমই হল আমাদের সমস্ত সদাচরণের উৎস। আজ্ঞাটির কথায় ফিরে এসে তিনি বলেন, *এই তো তাঁর আজ্ঞা: আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশুখ্রীস্টের নামে বিশ্বাস করি ও পরস্পরকে ভালবাসি। আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন। আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা।* সুতরাং তুমি যদি অনুভব কর যে তোমার ভ্রাতৃপ্রেম আছে, তাহলে সেই ঈশ্বরের আত্মাও তোমার আছে যিনি বুঝবার জন্য তোমাকে সহায়তা করবেন: কেননা এই তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস।

কী করে মানুষ বুঝতে পারবে সে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে কিনা? সে নিজ হৃদয় পরীক্ষা করুক: ভাইকে সে যদি ভালবাসে, তাহলে ঈশ্বরের আত্মা তার মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরের সামনে সে নিজেকে পরীক্ষা করুক, যাচাই করুক: ভেবে দেখুক তার মধ্যে শান্তি ও ঐক্যের ভালবাসা আছে কিনা, বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর প্রতিও ভালবাসা আছে কিনা। যে ভাই তার সামনাসামনি রয়েছে, সে যেন তাকেই মাত্র ভালবাসায় ক্ষান্ত না হয়; আমাদের তো বহু ভাই আছে যাদের আমরা দেখতে পাই না, অথচ আত্মার ঐক্যে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত। তারা যে আমাদের সঙ্গে থাকে না, এতে বিস্মিত হব কেন? আমরা তো একদেহ, আর স্বর্গে আমাদের একমাথা আছে। অতএব, তুমি যদি জানতে চাও তুমি আত্মাকে পেয়েছ কিনা, হৃদয় পরীক্ষা কর: কেননা হয় তো সাক্রামেন্ত তোমার ঠিকই আছে, কিন্তু তার কর্মশক্তি নেই। হৃদয় পরীক্ষা কর: যদি ভ্রাতৃপ্রেম খুঁজে পাও, তাহলে শান্ত থাক, কেননা ঈশ্বরের আত্মাকে ছাড়া ভালবাসা থাকতে পারে না, যেইভাবে পল ঘোষণা করেন, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

**শ্লোক যোহন ১৩:৩৪-৩৫; গা ৫:২২**

℟ আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।
℣ তোমরা যে আমার শিষ্য তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। আল্লেলুইয়া।
℟ আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম।
℣ তোমরা যে আমার শিষ্য তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৪:১-২৭**

**প্রদেশপালের দরবারে উপস্থিত পল**

পাঁচ দিন পর মহাযাজক আনানিয়াস কয়েকজন প্রবীণকে ও তের্তুলুস নামে একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন, এবং তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পলের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানালেন। পলকে ডাকা হলে তের্তুলুস এই বলে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন: ‘মহামান্য ফেলিক্স, আপনারই জন্য আমরা মহাশান্তি ভোগ করছি, আবার আপনার দূরদর্শিতার জন্যই এই জাতি নানা উন্নয়নের কাজ দেখতে পেয়েছে—একথা আমরা সর্বতভাবে সর্বত্রই সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। তবু আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না বিধায় মিনতি করি, আপনি নিজের দয়া গুণে আমাদের স্বল্প কথা শুনুন; কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটা মহামারীর মত! এ তো জগতের সমস্ত ইহুদীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, ও নাজারীয় দলের একটা

প্রধান নেতা; এমনকি এ তো মন্দিরও কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল, আর আমরা একে গ্রেপ্তার করেছি। [অভিপ্রায় ছিল, আমরা আমাদের বিধান অনুসারে এর বিচার করব, কিন্তু সহস্রপতি লিসিয়াস এসে পড়ে একে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, এবং অভিযোগকারীদের আপনার দরবারে দাঁড়াতে হুকুম দিলেন] আপনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, নিজেই বুঝতে পারবেন, এর বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ এনেছি, তা সত্য কিনা।' ইহুদীরাও সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এই সমস্ত কথা ঠিক।

প্রদেশপাল কথা বলার জন্য পলকে ইশারা দিলে তিনি এই উত্তর দিলেন, 'আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির উপর বিচার অনুশীলন করে আসছেন, একথা জেনে আমি আশ্বাস নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। আপনি নিজে জেনে নিতে পারবেন যে, এখনও বারো দিনের বেশি হয়নি, যখন আমি উপাসনার উদ্দেশ্যে যেরুসালেমে গিয়েছিলাম। এরা মন্দিরে আমাকে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বা জনতাকে উত্তেজিত করতে কখনও দেখেনি—কোন সমাজগৃহেও নয়, শহরেও নয়; আর এইমাত্র এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তার কোনও প্রমাণও আপনার সামনে দিতে পারে না। কিন্তু আমি আপনার কাছে একথা স্বীকার করি: এরা যাকে "দল" বলে, সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা কিছু বিধান অনুযায়ী এবং যা কিছু নবী-পুস্তকে লেখা আছে, তা সবই বিশ্বাস করি; আর এদের নিজেদেরও যেমন, আমারও তেমনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। আর এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। বেশ কয়েক বছর পরে আমি এবার সাহায্যদান অর্পণ করতে ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে এসেছিলাম; এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে শুদ্ধিক্রিয়া পালন করার পরেই মন্দিরে দেখতে পেল। কোন ভিড়ও জমেনি, কোন গন্ডগোলও হয়নি; বরং এশিয়ার কয়েকজন ইহুদীই উপস্থিত ছিল, সুতরাং তাদেরই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে, আপনার কাছে তা বলে অভিযোগ উপস্থাপন করে। এরা যারা উপস্থিত, কমপক্ষে এরাই বলুক, আমি মহাসভার সামনে দাঁড়ালে এরা আমার বিষয়ে কী অপরাধ পেয়েছে। কেবল এই একটি কথা, যা আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, অর্থাৎ: মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়েই আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'

সেই পথ সম্বন্ধে ফেলিক্সের সূক্ষ্ম জানা ছিল; তিনি বিচার স্থগিত করে তাদের বললেন, 'যখন সহস্রপতি লিসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচারের রায় দেব।' আর তিনি শতপতিকে আদেশ দিলেন, যেন পলকে আটকে রাখা হয়, কিন্তু তাঁকে যেন একপ্রকার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, এবং তাঁর কোন বন্ধুকে যেন তাঁর সেবা করতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

কয়েক দিন পর ফেলিক্স দ্রুসিল্লা নামে নিজের ইহুদী স্ত্রীর সঙ্গে এসে পলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই মুখে খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। কিন্তু যখন পল ন্যায়নীতি, আত্মসংযম ও ভাবী বিচারের কথা বলতে লাগলেন, তখন ফেলিক্স ভয় পেলেন; বললেন, 'আচ্ছা, এখনকার মত যেতে পার, উপযুক্ত সময় পেলে আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব।' তাঁর এই আশাও ছিল, পল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য তাঁকে প্রায়ই ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

কিন্তু দু'বছর অতিবাহিত হলে ফেলিক্সের স্থানে পর্কিউস ফেস্তুস এলেন, আর ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে বন্দিদশায় রেখে গেলেন।

**শ্লোক লুক ২১:১২-১৩; মার্ক ১৩:৯**

℟ লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে ও নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে;
℣ তখন তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। আল্লেলুইয়া।
℟ লোকে তোমাদের বিচারসভায় তুলে দেবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে;
℣ তখন তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। আল্লেলুইয়া।

## আত্মাকে গ্রহণ ক'রে পিতা ও পুত্রকেও গ্রহণ করা হয়

প্রভু একথা বললেন, *আমি তোমাদের সত্যকথা বলছি: আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।*

অন্য কথায়, দাসরূপে এ বর্তমান অবস্থায় আমাকে যে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, এতে তোমাদের উপকার। কেননা আমি বর্তমানে দেহধারী বাণী রূপেই তোমাদের মধ্যে বাস করছি, কিন্তু তোমরা যে শিশুর মত দুধে খুশি হয়ে ও ধাত্রীগৃহ ছাড়বার কোন বাসনা পোষণ না ক'রেই এমনি সাধারণ মানবীয় আসক্তির সঙ্গে আমাকে ভালবাসতে থাকবে, এ আমার ইচ্ছা নয়। *আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না।* শিশুদের খাদ্য ছাড়া আমি এতক্ষণে তোমাদের আর কিছুই দিইনি। আমি বুক থেকে তোমাদের দূরে না রাখলে, শক্ত খাদ্যের প্রতি তোমাদের কখনও রুচি হবে না। তোমরা যতদিন আমার দৈহিক উপস্থিতির প্রতি এমনি সাধারণ ভাবেই আসক্ত থাক, ততদিন তোমরা পবিত্র আত্মাকে পেতে অক্ষম হয়ে থাকবে।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়। যখন প্রভু বললেন, শিষ্যদের কাছে যাতে পবিত্র আত্মা আসতে পারেন তাঁর চলে যাওয়া প্রয়োজন, আর তিনি চলে গেলে তবেই তাঁদের কাছে তাঁকে পাঠাবেন, তখন কি তাঁর কথার অর্থ এ ছিল যে, পৃথিবীতে থাকলে তাঁর পক্ষে পবিত্র আত্মাকে পাঠানো কি অসম্ভব কাজ? অবশ্য কেউই তেমন কথা সমর্থন করতে পারবে না। তিনি তো কখনও আত্মার আবাসগৃহ ছেড়ে যাননি; পিতার কাছ থেকেও তিনি এমনভাবে আসেননি যে তিনি পিতার সঙ্গে আর ছিলেন না। তাছাড়া, আমরা যখন জানি, তিনি দীক্ষাস্নানের সময়ে আত্মার সদানিত্য উপস্থিতি পেয়েছিলেন, তখন পৃথিবীতে থাকলেও খ্রীষ্টের পক্ষে পবিত্র আত্মাকে পাঠানো কী করেই বা অসম্ভব হতে পারত? কেননা আমরা জানি, খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মা অবিচ্ছেদ্যই ছিলেন।

সুসমাচারের এ বাণীর অর্থ এরূপ: যতদিন শিষ্যেরা খ্রীষ্টকে দেহগত দিক থেকেই মাত্র জানবেন, ততদিন তাঁরা পবিত্র আত্মাকে পেতে পারবেন না। এজন্যই প্রেরিতদূত পল পবিত্র আত্মাকে পাবার পর বললেন, *যদিও একসময়ে আমরা খ্রীষ্টকে মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না।* আমরা যখন সেই দেহধারী বাণীকে আধ্যাত্মিক ভাবেই জানি, তখন তাঁর মানবতা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাও সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের চেয়ে উঁচুধরনের হয়ে ওঠে। যখন সেই সদ্‌গুরু শিষ্যদের বললেন, তিনি তাঁদের ভালোর জন্যই চলে যাচ্ছিলেন, নইলে সেই সহায়ক তাঁদের কাছে আসতে পারবেন না, তিনি তখন যে ঠিক এ শিক্ষাই তাঁদের দিতে চাইতেন, একথা সন্দেহের অতীত।

শিষ্যদের কাছ থেকে খ্রীষ্টের শারীরিক উপস্থিতির প্রস্থানের অর্থ যে পবিত্র আত্মা তাঁদের কাছে আসতে পারবেন, তা শুধু নয়, বরং পিতা ও পুত্রও তাঁদের সঙ্গে আত্মিক ভাবে বাস করবেন। খ্রীষ্টের চলে যাওয়াটার অর্থ এ নয় যে কেবল পবিত্র আত্মাই শিষ্যদের অন্তরে ঘর করবেন। তা না হলে, খ্রীষ্ট যে শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি সর্বদাই কালের সমাপ্তি পর্যন্তই তাঁদের সঙ্গে থাকবেন, তাঁর এ প্রতিশ্রুতির কী হত? *পিতা আর আমি তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান,* তাঁর এ বাণীরও কী হত? ব্যাপারটা এরূপ: আমাদের প্রভু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি পবিত্র আত্মাকে এমনভাবেই পাঠাবেন যেন তিনি নিজেও শিষ্যদের সঙ্গে সবসময় থাকতে পারেন। আর আত্মার আগমনের ফলে যখন তাঁদের সাধারণ মানবীয় আসক্তি আত্মিক হয়ে উঠবে, তখনই তাঁরা অন্তরে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার অবস্থানের কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন।

**শ্লোক যোহন ১৪:২৮,১৬**

*প্র* তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব।

*উ* তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক

চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন।

ঊ তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত। আল্লেলুইয়া।

## সোমবার

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৪:১-১০**

**আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসলেন**

প্রিয়জনেরা, তোমরা যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস করো না;
কিন্তু সকল আত্মাকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা,
কারণ অনেক নকল নবী জগতে বেরিয়েছে।
এতেই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার:
যে কোন আত্মা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, তা ঈশ্বর থেকে;
এবং যে কোন আত্মা যীশুকে বিলুপ্ত করে, তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়,
এমনকি এটা হল সেই খ্রীষ্টবৈরীর আত্মা,
যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ, সে আসছে,
এমনকি এর মধ্যে সে জগতে উপস্থিত।
তোমরা, হে বৎস,
তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, আর তাদের জয় করেছ;
কারণ জগতে যা আছে,
তার চেয়ে মহত্তর তিনি, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।
তারা জগৎ থেকে উদ্গত, তাই জগতের ভাষা বলে
এবং জগৎ তাদের কথা শোনে।
আমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত:
ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে;
ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত নয়, সে আমাদের শোনে না।
এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।
প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।
এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে:
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
আর এতেই ভালবাসার অর্থ:
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

**শ্লোক ১ যোহন ৪:৯; যোহন ৩:১৬**

প্র এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ

করেছেন,
℟ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে। আল্লেলুইয়া।
℣ ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন,
℟ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের পত্রাবলি** **পত্র ১০৭:৮-৯**

**খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পবিত্র আত্মার দান হল ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ**

যে কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে, ঈশ্বর যে তাকে ভালবাসেন কিনা, তার পক্ষে তেমন সন্দেহ রাখা প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসার প্রতিদানে সানন্দেই আমাদের ভালবাসেন, এমনকি আমাদের ভালবাসা নয় বরং তাঁরই ভালবাসা প্রথম আসে। আমরা তাঁকে ভালবাসার আগেও তিনি যখন আমাদের ভালবাসছিলেন, তখন তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার বিনিময়ে তিনি কী করেই বা আমাদের ভালবাসতে অনিচ্ছুক হতে পারেন? হ্যাঁ, আমি বললাম, ঈশ্বর আমাদের ভালইবেসেছেন। পবিত্র আত্মায় আমাদের আছে তাঁর সেই ভালবাসার অগ্রিমদান, যীশুতে আমাদের আছে তাঁর একটা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী—এ হল আমাদের এক একজনের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার দ্বিবিধ ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ। খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করেছেন বলে তিনি আমাদের ভালবাসার পরমযোগ্য পাত্র। আত্মা অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের সক্রিয় করে তোলেন বিধায় আমাদের ভালবাসতে সক্ষম করেন। খ্রীষ্ট আমাদের একটা কারণ দেন, আত্মা আমাদের দেন শক্তি। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের মহাপ্রেমের আদর্শই আমাদের চোখের সামনে রাখেন, আত্মা সেই প্রেম আমাদের মঞ্জুর করেন। খ্রীষ্টে আমরা দেখতে পাই আমাদের ভালবাসার বস্তু, আত্মা দ্বারা আমরা খ্রীষ্টকে ভালবাসবার শক্তি পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, খ্রীষ্ট ভালবাসার কারণ দেখান, আত্মা ভালবাসার ইচ্ছাশক্তি দান করেন।

ঈশ্বরের পুত্রকে আমাদের জন্য মরতে দেখে আমরা অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব না করলে, আহা, কত লজ্জাকর হত! অথচ আত্মা না থাকলে, ঠিক তাই হতে পারত। এখন কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে আমাদের দান করেছেন, সেই পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঐশভালবাসা সঞ্চার করেছেন, ফলে তাঁর ভালবাসার প্রতিদানে আমরা তাঁকে ভালবাসি, আর তাঁকে ভালবাসি বিধায় আমরা তাঁর ভালবাসার অধিক উপযুক্ত পাত্র হয়ে উঠি। আমরা সেই সময় ঈশ্বরের শত্রু হয়েও যখন তাঁর পুত্রের মৃত্যু-গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি, তখন, পুনর্মিলিত হবার পর, তাঁর পুত্রের জীবনের গুণে কতই না মহত্তর পরিত্রাণ পাবার কথা! ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং আমাদের সকলের জন্য সঁপে দিলেন। এত মহাদানের সঙ্গে তিনি কি আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও দেবেন না?

অতএব পরিত্রাণের আমাদের দু'টো চিহ্ন আছে: রক্ত ও আত্মা উভয়ই নিঃসৃত হল। একটি না থাকলে, অপর একটিতে আমাদের কোন উপকার নেই। যারা সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুতে বিশ্বাসী, কেবল তাদেরই কাছে আত্মাকে দেওয়া হয়, এবং বিশ্বাস তখনই মাত্র কার্যকারী যখন ভালবাসার মধ্য দিয়ে সক্রিয়। ভালবাসা কিন্তু আত্মারই দান। সেই দ্বিতীয় আদম তথা খ্রীষ্ট জীবন্ত মানুষ শুধু নন, জীবনদায়ী আত্মাও হয়ে উঠেছেন। জীবন্ত মানুষরূপে তিনি মরলেন, জীবনদায়ী আত্মারূপে তিনি মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মানবীয় গুণ আমাকে সাহায্য করতে পারে না যদি সঙ্গে না থাকে তাঁর জীবনদায়ী গুণ। মাংস কোন উপকারের নয়, আত্মাই জীবনদায়ী। আত্মাই জীবনদায়ী বলতে একথা বোঝায় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক করায়ই আত্মা আমাদের ধর্মময়তা ফিরিয়ে দেন। শাস্ত্রে বলে, *যে প্রাণ পাপ করে, সে মরে,* তাই যেহেতু পাপই হল প্রাণের মৃত্যু, সেজন্য এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ধর্মময়তাই হল প্রাণের জীবন, কেননা শাস্ত্রে একথাও বলে, *যে ধার্মিক, সে বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।*

সেই ধর্মময় কে কে? তারা কি সেই সকল মানুষ নয়, যারা ভালবাসা-ঈশ্বরের কাছে আপন ভালবাসার ঋণ শোধ করে? কিন্তু তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না তাদের নিজেদের ভাবী পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে অনাদিকালীন পরিকল্পনা আছে, তারা বিশ্বাসগুণে ও আত্মার ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে সেই পরিকল্পনা না পেয়ে থাকে।

সেই ঐশপ্রকাশ কী? তা হল মানুষের অন্তরে আত্মিক অনুগ্রহের বর্ষণ; আমরা দেহের কাজকর্ম দমন করতে করতে সেই অনুগ্রহ আমাদের প্রস্তুত করে তোলে সেই রাজ্যের জন্য রক্তমাংস যা জয় করতে পারে না। সেই এক আত্মায় আমরা সেই সৎসাহস পাই যা গুণে বিশ্বাস করি, আমরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র; আবার পাই সেই শক্তি যা গুণে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিদানে তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠি, যাতে করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিদান-বিহীন না থাকে।

**শ্লোক এফে ৫:২; যোহন ১৫:১৩**

℟ তোমরা ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন
℣ ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে। আল্লেলুইয়া।
℟ বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা নেই।
℣ তা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৫:১-২৭**

**আগ্রিপ্পার সামনে পল**

ফেস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিন দিন পর সীজারিয়া থেকে যেরুসালেমে গেলেন। প্রধান যাজকেরা ও ইহুদীদের জননেতারা তাঁর কাছে এসে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুললেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই আবেদনও জানালেন, যেন ফেস্তুস অনুগ্রহ করে পলকে যেরুসালেমে আনার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁরা পথে তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত আঁটছিলেন। কিন্তু ফেস্তুস উত্তরে বললেন যে, পল সীজারিয়ায় আটকে ছিলেন, ও তিনি নিজেই বেশি দেরি না করে সেখানে ফিরে যাবেন। তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সেই লোকটার যদি কোন অপরাধ থাকে, সেখানেই তাকে অভিযুক্ত করুন।'

আর তাঁদের কাছে আট-দশ দিনের বেশি না থেকে সীজারিয়ায় চলে গেলেন, এবং পরদিন বিচারাসনে আসন নিয়ে পলকে সামনে আনবার হুকুম দিলেন। তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে ইহুদীরা যেরুসালেম থেকে এসেছিল, তারা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারল না। পল আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'ইহুদীদের বিধানের বিরুদ্ধে, বা মন্দিরের বিরুদ্ধে, কিংবা সীজারের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করিনি।' কিন্তু ফেস্তুস ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে এই বলে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি যেরুসালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এই সব বিষয়ে বিচারাধীন হতে সম্মত?' পল বললেন, 'আমি সীজারের বিচারাসনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমি তো কোন অন্যায় করিনি, একথা আপনিও ভাল ভাবেই জানেন। যদি আমি অপরাধী হই, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছু করে থাকি, তাহলে মরতে অস্বীকার করি না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তাতে যদি সত্য বলতে কিছু না থাকে, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া কারও অধিকার নেই। আমি সীজারের কাছেই আপীল করি!' তখন ফেস্তুস পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উত্তরে বললেন, 'তুমি সীজারের কাছে আপীল করেছ, সীজারের কাছেই যাবে।'

কয়েক দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও তাঁর বোন বের্নিকা ফেস্তুসকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। আর যেহেতু তাঁরা সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন, সেজন্য ফেস্তুস রাজার কাছে পলের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'ফেলিক্স একটা লোককে বন্দিদশায় রেখে গেছেন; আর আমি যেরুসালেমে থাকতে ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণবর্গ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করে তার দণ্ডাজ্ঞার জন্য আবেদন জানালেন। আমি তাঁদের এই উত্তর দিলাম যে, আসামী যে পর্যন্ত ফরিয়াদী পক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অভিযোগের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না পায়, সে পর্যন্ত তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের নীতি নয়। আর যখন তাঁরা এখানে একসঙ্গে এলেন, তখন আমি দেরি না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই লোকটাকে আনতে হুকুম দিলাম। ফরিয়াদী পক্ষ তার পাশে

দাঁড়িয়ে, আমি যে ধরনের অপরাধ অনুমান করেছিলাম, তারা সেই ধরনের কোন অপরাধ তার বিষয়ে উত্থাপন করল না; তার বিরুদ্ধে যা উপস্থাপন করল, তা ছিল কেবল তাদের নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপার সংক্রান্ত, ও যীশু নামে মৃত কোন্ একটা লোকের ব্যাপার সংক্রান্ত, যার বিষয়ে কিন্তু পল বলছিল, লোকটা এখনও জীবিত। কীভাবে ব্যাপারটা তদন্ত করব, তা আদৌ বুঝতে না পেরে আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে যেরুসালেমে গিয়ে সেইখানে বিচারাধীন হতে সম্মত কিনা। কিন্তু পল আপীল করল, যেন তার মামলাটা সম্রাটেরই বিচারের জন্য রেখে দেওয়া হয়; তাই আমি সীজারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে বন্দিদশায় রাখতে হুকুম দিলাম।' আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'আমিও সেই লোকের কাছে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিলাম।' ফেস্তুস বললেন, 'আগামী কাল তাঁকে শুনতে পাবেন।'

তাই পরদিন আগ্রিপ্পা ও বের্নিকা ঘটা করে এলেন, এবং সহস্রপতিদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেন; ফেস্তুসের হুকুমে পলকেও আনা হল। তখন ফেস্তুস বললেন, 'রাজা আগ্রিপ্পা, এবং আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনারা তাকেই দেখতে পাচ্ছেন, যার বিরুদ্ধে গোটা ইহুদী জাতি আমার কাছে যেরুসালেমে এবং এই স্থানে আবেদন জানাল, ও উচ্চকণ্ঠে বলল যে, এর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, প্রাণদণ্ডের যোগ্য হওয়ার জন্য এ কিছুই করেনি, তথাপি এ নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করায় একে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু রাজাধিরাজের কাছে এর বিষয়ে লিখে জানাবার মত নিশ্চিত কিছুই পাচ্ছি না। সেজন্য আপনাদের সাক্ষাতে, বিশেষভাবে হে রাজা আগ্রিপ্পা, আপনারই সাক্ষাতে একে হাজির করেছি, যেন জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি লিখবার কিছু সূত্র পাই। কেননা বন্দির বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে না জানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া আমি তো বৃথাই বলে মনে করি।'

**শ্লোক ১ করি ১৫:১৪,২০,১৯**

℣ খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচার বৃথা।
℟ কিন্তু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। আল্লেলুইয়া।
℣ আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।
℟ কিন্তু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১১শ পুস্তক ১১**

**খ্রীষ্টই ঐক্যের বন্ধন**

সাধু পলের কথা অনুসারে আমরা যারা খ্রীষ্টের পুণ্য মানবতার সহভাগিতা করি, তাঁর সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠি। তিনি এ ভালবাসার রহস্য এভাবে ব্যক্ত করেন: *সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে।* আমরা সকলে যখন নিজেদের মধ্যে সেই খ্রীষ্টে একদেহের অঙ্গ, (নিজেদের মধ্যে কিন্তু শুধু নয়, বরং তাঁর সঙ্গেও যিনি নিজ মাংসের গুণে আমাদের অন্তরে আছেন), তখন কি একথা স্পষ্ট নয় যে, নিজেদের মধ্যে ও খ্রীষ্টেও আমরা সকলে এক? কেননা নিজে ঈশ্বর ও মানুষ হওয়ায় খ্রীষ্টই হলেন সেই ঐক্যের বন্ধন!

একই ধারণা অনুসরণ করে আমরা আত্মার মধ্যে আমাদের সেই ঐক্য-প্রসঙ্গে একথাও আবার বলতে পারি যে, সেই এক ও একই আত্মা তথা পবিত্র আত্মাকেই গ্রহণ করে আমরা সকলে নিজেদের মধ্যে ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিলিত। ব্যক্তি-বিশেষে আমরা তো অনেক, ও আমাদের এক একজনের মধ্যে খ্রীষ্ট সেই আত্মার অবস্থান ঘটান, যিনি পিতার আত্মা ও তাঁর নিজেরও আত্মা। কিন্তু যারা ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে এক একজন আলাদা এক ব্যক্তি, সেই আত্মা এক ও অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় নিজের গুণেই তাদের একত্রিত করেন ও এমনটি করেন যে, তারা সকলে তাঁর মধ্যে একমাত্র বাস্তবতা বলেই যেন প্রতীয়মান হয়। যেমন খ্রীষ্টের পুণ্য মাংস যাদের মধ্যে

থাকে তাদের একদেহ করে তোলে, তেমনিভাবে সেই এক ও অবিচ্ছেদ্য আত্মা সকলের মধ্যে অবস্থান করে সকলকেই আত্মিক ঐক্যে একত্রিত করেন।

এজন্য সাধু পল আমাদের খাতিরে এ আহ্বান জানিয়ে বললেন: *তোমরা সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।* কেননা সেই এক আত্মা আমাদের মধ্যে অবস্থান করলে, তবে সকলের সেই এক পিতা ও ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকবেন ও যারা আত্মার অংশীদার, তিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে পারস্পরিক ঐক্যে ও তাঁর নিজের ঐক্যেও তাদের একত্রিত করবেন।

আমরা যে পবিত্র আত্মার অংশীদার হয়ে এক হয়ে উঠি, তা অন্যভাবেও প্রকাশিত। আমরা যদি পার্থিব জীবনাচরণ ত্যাগ করে একবারই সবসময়ের জন্যই আত্মার বিধিবিধান পালন করি, তাহলে সকলের কাছে কি একথা স্পষ্ট নয় যে, আমরা আমাদের নিজেদের জীবন একপ্রকারে ত্যাগ করলে ও আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত সেই পবিত্র আত্মার স্বর্গীয় সাদৃশ্য ধারণ করলে আমাদের স্বরূপের এমন রূপান্তর ঘটে যে, ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার ফলে আমরা আর মানুষ শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গীয় মানুষ হয়ে উঠি? অতএব, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় আমরা সকলে এক। আমরা সমান আচরণের মধ্য দিয়ে এক, পবিত্রতাজনিত সংগঠনের মধ্য দিয়ে এক, এবং খ্রীষ্টের পুণ্য মাংসের সংযোগ ও সেই এক ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মধ্য দিয়েও এক।

**শ্লোক ১ করি ১০:১৭,১৬; সাম ৬৮:১১,৭ দ্রঃ**

*প্র* সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ,

*উ* কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।

*প্র* হে পরমেশ্বর, তোমার মঙ্গলময়তায় তুমি তো দীনহীনের জন্য চিন্তা কর, সঙ্গীহীনদের তোমার আপন ঘরে আসন দাও;

*উ* কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।

## মঙ্গলবার

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৪:১১-২১**

**ঈশ্বর ভালবাসা**

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি;
আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।
এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।

যে কেউ স্বীকার করে, ‘যীশু ঈশ্বরের পুত্র’,
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা ; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে :
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি :
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

**শ্লোক ১ যোহন ৪:১৯,১০,১৬; ইসা ৬৩:৮,৯**

℟ ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করেছেন।
℣ আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। আল্লেলুইয়া।
℟ প্রভু হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা ; ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়ে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধন করলেন।
℣ আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি ৯৪শ বিভাগ ১-৩**

**খ্রীষ্টের প্রস্থানের পর সেই সহায়ক প্রয়োজনই ছিলেন**

প্রভু যীশু শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁদের যে সমস্ত নির্যাতন ভোগ করতে হবে তা বলে দেওয়ার পর, তিনি বলে চললেন, *আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই সমস্ত বলিনি, কারণ তখন নিজেই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।* একথা থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মার আগমনের কথা ইঙ্গিত করছিলেন, কেননা শিষ্যদের জন্য সেই উল্লিখিত নির্যাতন ভোগ করার সময় উপস্থিত হলে পবিত্র আত্মাই তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন।

খ্রীষ্টের প্রস্থানের পর, তাঁদের জন্য সেই সহায়ক বা সান্ত্বনাদানকারী খুবই প্রয়োজনীয় হবার কথা। খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে থাকাকালে পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করা তাঁর কোন দরকার ছিল না, কারণ সেসময় শিষ্যেরা স্বয়ং প্রভুর উপস্থিতিতেই শক্তি পেতেন। কিন্তু যখন প্রস্থানের সময় উপস্থিত হল, তখন তাঁর পক্ষে সেই সহায়কের আগমনের কথা বলা প্রয়োজন হল; সেই সহায়ক শিষ্যদের অন্তরে ভালবাসার আগুন জ্বালাবেন, তাঁরা যেন ঐশবাণী সাহসের সঙ্গেই ঘোষণা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। আত্মা তাঁদের সঙ্গে থাকবেন ও খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন। শিষ্যেরা নিজেরাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন, এমনকি, ঈশ্বরের উদ্দেশে ধর্মকার্য সাধন করছে মনে ক’রে যখন ইহুদী নেতারা সমাজগৃহ থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত করবে ও হত্যাও করবে, তাঁরা তখন ভয়ে

অভিভূত হবেন না, নিরাশও হবেন না। এসব কিছু ভোগ করার সময়ে এমন ধৈর্যপূর্ণ ভালবাসাই শিষ্যদের সুস্থির ও বলবান করে তুলবে, যে ভালবাসা পবিত্র আত্মার দান দ্বারাই তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত হবে। এ থেকে আমরা খ্রীষ্টের ইচ্ছা বুঝতে পারি : পবিত্র আত্মার সহায়তা গুণে তাঁর শিষ্যেরা সাক্ষ্যময়, অর্থাৎ তাঁর সাক্ষী হবেন। অন্তরে পবিত্র আত্মা সক্রিয় হওয়ায় তাঁরা সবধরনের নির্যাতন বা অত্যাচার সহ্য করতে পারবেন, তাঁদের আগ্রহও তাঁরা শিথিল হতে দেবেন না, বরং বুকে ঐশআগুন জ্বলতে জ্বলতে তাঁরা সুসমাচার প্রকাশ্যেই প্রচার করে যাবেন।

*কিন্তু আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি, যখন তাদের সেই ক্ষণ আসবে, তখন তোমরা যেন স্মরণ কর যে, আমি তোমাদের তা-ই বলেছিলাম।* আমি তোমাদের এ সমস্ত বলেছি, অর্থাৎ তোমাদের যে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমি তা-ই শুধু বলিনি, বরং এ কথাও বলেছি যে, তোমরা এমন সহায়ক পাবে যিনি এসে আমার সাক্ষী হবেন, যাতে করে তোমরা ভয়ে অভিভূত না হও, লোকেরাও যেন তোমাদের নিশ্চুপ করে না রাখে, তোমরা বরং যেন তাঁর সাক্ষ্যদানে তোমাদেরও সাক্ষ্যদান যোগ দিতে পার। *আমি প্রথম থেকে তোমাদের এ সমস্ত বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।* সেসময় আমি আমার দৈহিক উপস্থিতি দ্বারাই তোমাদের সান্ত্বনা দিতাম, কারণ তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তার প্রতি আসক্ত ছিল ও তোমাদের সরল মন তা বুঝতে পারত।

**শ্লোক  যোহন ১৪:১৬-১৭; ১৬:৭**

*প্র* আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন : সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন

*উ* তিনি যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না ; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব,

*উ* তিনি যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৬:১-৩২**

### আগ্রিপ্পার সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

আগ্রিপ্পা তখন পলকে বললেন, ‘তোমার নিজের পক্ষে যা বলার আছে, তা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।’ এবং পল হাত বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন : ‘রাজা আগ্রিপ্পা, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনে, তা সম্বন্ধে আজ আপনার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরেছি বিধায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, বিশেষভাবে এই কারণে যে, ইহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সুতরাং, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনুন। যৌবনকাল থেকে আমার জীবন—যা আমি প্রথম থেকেই আমার নিজের জাতির মধ্যে ও যেরুসালেমে কাটিয়েছি—তা ইহুদীরা সকলেই জানে। প্রথম থেকেই তো তারা আমাকে জানে বিধায় ইচ্ছা করলে সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, ফরিসি বলে আমি আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মপরায়ণ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পালন করেছি। আর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখি বিধায়ই আমি এখন বিচারিত হবার জন্য দাঁড়াচ্ছি—সেই যে প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশায়ই আমাদের বারো গোষ্ঠী দিনরাত একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে চলছে। মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন, একথা কেনই বা আপনাদের কাছে অচিন্তনীয় মনে হচ্ছে?

আমিই তো মনে করতাম যে, নাজারেথীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায়, তা আমারই কর্তব্য। আর আমি আসলে যেরুসালেমে তা-ই করতাম; প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার পেয়ে পবিত্রজনদের অনেককেই আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম, আর সমস্ত সমাজগৃহে বারবার তাদের শাস্তি দিয়ে বলপ্রয়োগে ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম, এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত

রুষ্ট হয়ে বিদেশের শহরে পর্যন্তও তাদের পিছনে ধাওয়া করতাম।

এই উদ্দেশ্যে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্বভার নিয়ে আমি একদিন দামাস্কাসে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে, হে মহারাজ, দুপুরের দিকে আমি পথিমধ্যে দেখতে পেলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও তেজময় এক আলো আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। আমরা সকলে মাটিতে পড়ে গেলাম, আর আমি শুনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছে, সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? হুলের মুখে লাথি মারা তোমার কেমন কষ্টকর! তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। এবার ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। *আমি তোমাকে উদ্ধার করব* এই জাতির মানুষের হাত থেকে আর *সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি তুমি যেন তাদের চোখ খুলে দাও*, ফলে তারা যেন *অন্ধকার থেকে আলোর দিকে*, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপমোচন পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

এজন্য, রাজা আগ্রিপ্পা, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হইনি; বরং প্রথমে দামাস্কাসের লোকদের কাছে, পরে যেরুসালেমের লোকদের কাছে ও সারা যুদেয়া অঞ্চলে, এবং বিজাতীয়দেরও কাছে আমি প্রচার করতে লাগলাম, তারা যেন মনপরিবর্তনের যোগ্য কাজ সাধন ক'রে মনপরিবর্তন করে ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। এই সমস্ত কারণেই ইহুদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি ও ছোট বড় সকলেরই কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা ও মোশীও যা ঘটবে বলে গেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছুই বলছি না; তাঁরা বলেছিলেন, খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।'

তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফেস্তুস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পল, তুমি উন্মাদ! অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে।' পল বললেন, 'মহামান্য ফেস্তুস, আমি উন্মাদ নই, বরং যে কথা বলছি, তা সত্য ও সুবিবেচিত কথা! বাস্তবিকই স্বয়ং রাজা এই সকল বিষয় বোঝেন, আর তাঁরই সামনে আমি সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আমার ধারণাই যে এর কিছুই রাজার অজানা নয়, কেননা এই যা ঘটেছে, তা আড়ালে ঘটেনি। রাজা আগ্রিপ্পা, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন।' এতে আগ্রিপ্পা পলকে বললেন, 'আর কিছু সময়, আর তুমি আমাকে নিশ্চিত করবে যে, আমাকেও খ্রীষ্টান করেছ!' পল বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে এই নিবেদন রাখছি, একটু হোক বা বেশি হোক, আপনিই শুধু নন, কিন্তু অন্য যত লোক আজ যাঁরা আমাকে শুনছেন, সকলেই যেন—এই শেকল ছাড়া—আমি যেমন তাঁরাও তেমনি হন।'

তখন রাজা, প্রদেশপাল ও বের্নিকা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়ালেন; এবং অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য কিছুই করেনি।' আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'এ যদি সীজারের কাছে আপীল না করত, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারত।'

**শ্লোক শিষ্য ২৬:১৬,১৮; গা ২:৭,৮ দ্রঃ**

℟ তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি তোমাকে দেখা দিয়েছি; তুমি যেন বিজাতীয়দের চোখ খুলে দাও,
℣ তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপমোচন পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ পিতর যেমন ইহুদীদের কাছে প্রেরিতদূত হয়ে উঠেছেন, তেমনি পল প্রেরিতদূত হয়ে উঠলেন বিজাতীয়দের

কাছে,

℟ তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপমোচন পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' ৯:২২-২৩**

**পবিত্র আত্মার ভূমিকা**

পবিত্র আত্মার বিবিধ নাম শুনে, কার্ অন্তর উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না? কে সেই ঐশস্বরূপের দিকে মন উত্তোলন করে না? তাঁকে বলে ঐশআত্মা, পিতা থেকে উদ্গত সত্যময় আত্মা, ন্যায়বান আত্মা, প্রধান আত্মা। কিন্তু তাঁর স্বকীয় ও বিশিষ্ট নাম হল পবিত্র আত্মা। যা কিছু পবিত্রতার উপর নির্ভর করে, তা তাঁরই কাছে ফিরে তাকায়: শক্তি পাবার জন্য যত সৃষ্টজীব তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে, ও নিজ নিজ সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়। আত্মা হলেন পবিত্রতার উৎস ও প্রজ্ঞাময় আলো; বুদ্ধিসম্পন্ন যত প্রাণীর কাছে তিনি নিজেকে দান করেন, ও সত্যের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে নিজের সঙ্গে আলো ও সহায়তাও দান করেন। স্বরূপে তিনি আমাদের বোধের অতীত, তবু তাঁর মঙ্গলময়তা গুণে মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি সবকিছুকে নিজ শক্তিতে পরিপূর্ণ করেন, তিনি কিন্তু যারা তাঁকে পাবার যোগ্য, তাদের কাছেই মাত্র নিজেকে দান করেন; তবু তিনি সকলের কাছে সমানভাবে নিজেকে দান করেন না, বরং বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারেই মানুষের অন্তরে আপন গুণাবলি সঞ্চার করেন।

সত্তায় তিনি একগুণ-সম্পন্ন, কিন্তু তাঁর কর্মকীর্তিতে তিনি বিবিধ গুণসম্পন্ন। এক একটা মানুষের কাছে তিনি সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, আবার তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সকলের কাছে তাঁর একটা অংশ থাকে, তিনি কিন্তু অক্ষুণ্ন থাকেন। সকলেই তাঁর অংশী, তিনি কিন্তু অবিচ্ছিন্নই থাকেন। সূর্যের রশ্মিমালা যেমন মর্ত ও সাগরকে আলোকিত ক'রে বাতাসের সঙ্গে মেশে, তবু তার উপকার যে পায় সে ঠিক যেন কেবল নিজেরই জন্য তা পায়, তেমনিভাবে পবিত্র আত্মা সকলের জন্যই উপযুক্ত পরিমাণে তাঁর নিজের অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপেই ছড়িয়ে দেন, তবু তাঁকে পেতে যে যোগ্য, তিনি যেন কেবল তারই কাছে উপস্থিত। যে সকল সৃষ্টজীব তাঁর অংশভাগী হয়, তারা তাঁকে উপভোগ করে, নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে নয়, স্বরূপ অনুসারে যতখানি উচিত, ততখানি। তাঁর দ্বারা মানুষের অন্তর উন্নীত হয়, দুর্বল হাত ধরে চালিত হয়, বলবান সিদ্ধিলাভ করে। যারা যত কালিমা থেকে ধৌত হয়েছে, তিনি তাদের উজ্জ্বল করেন, ও তাঁর নিজের সঙ্গে তাদের সহভাগিতা গুণে তাদের আত্মিক করে তোলেন।

যেমন উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ পদার্থ সূর্যের রশ্মির স্পর্শে অধিক আলোময় হয়ে ওঠে ও নিজে থেকে নতুন জ্যোতি ছড়িয়ে দেয়, তেমনিভাবে যে সকল মানবাত্মা পবিত্র আত্মাকে বহন করে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়, তারাও আত্মিক হয়ে ওঠে ও অন্য মানুষের অন্তরে অনুগ্রহ সঞ্চার করে।

পবিত্র আত্মা থেকেই আসে ভাবী ঘটনার পূর্বজ্ঞান, ঐশসত্যের উপলব্ধি, শাস্ত্রীয় নিগূঢ়তত্ত্বের চেতনালাভ, সেবাকর্মগুলির বিতরণ, স্বর্গীয় সাহচর্য ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে সংসর্গ। তাঁর কাছ থেকেই মানুষ লাভ করে অনন্ত আনন্দ, তাঁর কাছ থেকে লাভ করে ঈশ্বরের মধ্যে স্থৈর্য্য, তাঁর কাছ থেকে লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য, তাও লাভ করে যা সমস্ত আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে: তাঁর দ্বারাই তুমি ঈশ্বর হতে পার।

**শ্লোক যোহন ১৪:২৭,২৮; ১৬:২২; ১৪:১৬ দ্রঃ**

℣ তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়: আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, আর যখন যাব, তখন তোমাদের কাছে সেই সত্যময় আত্মাকে পাঠাব;

℟ তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে। আল্লেলুইয়া।

℣ আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন;

℟ তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে। আল্লেলুইয়া।

## বুধবার

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৫:১-১২**

**আমাদের বিশ্বাস জগতের উপরে বিজয়ী**

প্রিয়জনেরা, যে কেউ বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত;
আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর কাছ থেকে যে সঞ্জাত, সে তাকেও ভালবাসে।
এতেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি:
যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়।
কারণ ঈশ্বর থেকে যা সঞ্জাত, তা-ই জগৎকে জয় করে।
আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস।
বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে,
সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র?
তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট!
শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।
আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।
বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি,
আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক।
মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি,
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তবে আরও মহান,
কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এ: তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী, সাক্ষ্যটি তার অন্তরে বিদ্যমান;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসী নয়, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে,
কেননা আপন পুত্রের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা সে বিশ্বাস করেনি।
আর সেই সাক্ষ্য এ:
অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।
পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবন;
ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, জীবনকেও সে পায়নি।

**শ্লোক ১ যোহন ৫:৬; জাখা ১৩:১**

℟ তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট! শুধু জলে নয়, জলে আর রক্তে।
℣ আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য। আল্লেলুইয়া।
℟ সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।
℣ আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা** **৮৬শ বিভাগ ১**

**ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি**
**ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি**

প্রভু একথা বলেন, *আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* তাই ভালবাসাই হল সেই

ফল যা আঙুরলতার শাখা হিসাবে আমাদের ধরা উচিত; এবিষয়ে তিনি আরও বলেন: *আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে।* আর যখন তিনি বলে চলেন *তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা করবে, তিনি তা তোমাদের দেবেন,* তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলতে চান যে, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা থাকলে তবেই পিতা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাচনা পূরণ করবেন। একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, আমরা তাঁকে নয়, তিনিই বরং আমাদের মনোনীত করেছেন, আর যেহেতু ফলহীন অবস্থায় আমাদের মনোনীত করে তিনি আমাদের ফল দিতে, অর্থাৎ কিনা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম করেছেন, সেহেতু ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের প্রতি তাঁরই একটি দান। জীবন্ত আঙুরলতায় বিধৃত না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি তিনি নিজে যদি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের সহায়তা না করেন, আমরাও ভ্রাতৃপ্রেম-ফল ফলাবার আশা রাখতে পারি না। সুতরাং ভ্রাতৃপ্রেমই হল আমাদের ফল। পলও বলেন যে, *ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন।* ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

আমরা সত্যিকারে পরস্পরকে ভালবাসতে পারতাম না, যদি ঈশ্বরকে ভাল না বাসতাম। কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহলেই প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসে, কেননা সে যদি ঈশ্বরকে ভাল না বাসে, তাহলে সে নিজেকেও ভালবাসে না। ভালবাসার এ দু'টো আজ্ঞায় সমস্ত বিধান ও নবীদের শিক্ষার সারকথা: এ হল আমাদের ফল। আর আমাদের কাছে এ ফলের দাবি হল: *আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* এজন্য প্রেরিতদূত পল মাংসের ফলগুলির চেয়ে আত্মার ফলগুলির শ্রেষ্ঠতা দেখাতে গিয়ে ভালবাসাকেই প্রথম স্থান দেন; তিনি বলেন, *আত্মার ফল ভালবাসা;* এছাড়া তিনি অন্যান্য সদ্‌গুণাবলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন সেগুলি যেন ভালবাসা থেকে উদ্ভূত ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; সেগুলি হল, *আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম।* কেইবা সত্যিকারে আনন্দভোগ করতে পারে, সে যদি না ভালবাসে সেই সদ্‌গুণ যা আপন আনন্দের উৎস? কার্ কাছেই বা সত্যকার শান্তি থাকতে পারে, তার কাছে যদি না সেও থাকে, যাকে সে আসলে ভালবাসে? কেইবা সদাচরণে অধ্যবসায়ী হয়ে থেকে সহিষ্ণু হতে পারে, সে যদি ব্যগ্রতার সঙ্গে ভাল না বাসে? কেইবা নিজেকে সহৃদয় বলতে পারে, সে যদি তাকে না ভালবাসে যাকে সে সাহায্য করে? আর কেইবা মঙ্গলকারী, সে যদি ভালবেসেই মঙ্গলকারী না হয়? কোন্ বিশ্বাস পরিত্রাণ লাভ করে, সেই বিশ্বাস ছাড়া যা ভালবাসায় সক্রিয়? সুতরাং সত্যিই যুক্তির সঙ্গে আমাদের প্রভু আমাদের কাছে বারে বারেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভালবাসা সেই একমাত্র আজ্ঞা যার অভাব থাকলে অন্যান্য যত সদ্‌গুণ অর্থহীন; অপরদিকে ভালবাসা মানুষকে সেই অন্যান্য সদ্‌গুণের কাছে চালিত করে যা মানুষকে মঙ্গলকারী করে তোলে।

**শ্লোক ১ যোহন ৪:৭; সিরা ২৫:১**

℣ প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
℟ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।
℣ ভাইদের মধ্যে মনের মিল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এ প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর;
℟ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৭:১-২০**

**পলের রোম যাত্রা**

যখন স্থির করা হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করব, তখন পলকে এবং আরও কয়েকজন বন্দিকে আউগুস্তা সেনাদলের একজন শতপতির হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর নাম জুলিউস। আদ্রামিত্তিয়ামের এমন একটা জাহাজে উঠলাম, যা এশিয়ার নানা জায়গায় যাওয়ার কথা। মাকিদনিয়ার থেসালোনিকীয় আরিস্তার্খসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরদিন আমরা সিদোনে এসে ভিড়লাম; আর জুলিউস

পলের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটু সেবাযত্ন পাবার অনুমতি দিলেন। সেখান থেকে আমরা আবার জলপথে রওনা হলাম; বাতাস উল্টো হওয়ায় আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। পরে কিলিকিয়া ও পাম্ফিলিয়ার সামনে দিয়ে সাগর পার হয়ে লিসিয়া প্রদেশের মিরায় নামলাম।

সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ ইতালিতে যাচ্ছে দেখে শতপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে নিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে চলে কষ্ট করে ক্নিদসের সামনাসামনি এসে পৌঁছলাম; কিন্তু বাতাসে আর এগিয়ে যেতে না পারায় আমরা সালমোনী অন্তরীপের পাশ দিয়ে গিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। পরে কষ্ট করে উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে ‘শুভ বন্দর’ নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যা লাসাইয়া শহরের কাছাকাছি।

বহুদিন নষ্ট হয়েছিল বিধায়, এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বিধায় জলযাত্রা বিপজ্জনক হওয়ায় পল তাদের সতর্ক করে বলছিলেন, ‘মানুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রায় অমঙ্গল ও যথেষ্ট ক্ষতি হবে—শুধু মালপত্র বা জাহাজের নয়, আমাদের প্রাণেরও ক্ষতি হবে।’ কিন্তু শতপতি পলের কথার চেয়ে জাহাজের সারেঙ ও মালিকের কথায় বেশি কান দিলেন। সেই ‘শুভ বন্দর’ শীতকাল কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না হওয়ায় বেশির ভাগ লোক সেখান থেকে এগিয়ে যাবার মত প্রকাশ করল, যেন কোন রকমে ফিনিক্সে পৌঁছে সেইখানে শীতকাল কাটাতে পারে। ফিনিক্স হচ্ছে ক্রীটের একটি বন্দর, যার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা।

যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল, তখন তারা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে ক'রে নঙর তুলে ক্রীটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু অল্পকাল পরে দ্বীপের ভিতর থেকে তুফানের মত প্রচণ্ড এক বাতাস ছুটে এল, যার নাম ঈশান-বায়ু। তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না পারায় আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। কাউদা নামে একটা ছোট দ্বীপের আড়ালে থেকে চলে বহু কষ্ট করে জাহাজের ডিঙিটা সামনে নিতে পারলাম। তখন নাবিকেরা তা তুলে নেওয়ার পর মোটা কাছি জাহাজের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। পরে, পাছে সির্তিসের চরে ঠেকে যাই, এই ভয়ে তারা ভাসা নঙরটা জলে নামিয়ে দিল; আর এভাবে জাহাজটা এমনিই ভেসে যেতে লাগল। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছিলাম বিধায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। তৃতীয় দিনে তারা নিজেদের হাতেই জাহাজের সরঞ্জামও ফেলে দিল। আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য কি তারা মুখ দেখাচ্ছিল না বিধায়, এবং ঝড়ের তাণ্ডব অবিরতই চলছিল বিধায় আমরা শেষে মনে করছিলাম, এবার রক্ষা পাবার আর কোন আশা নেই।

**শ্লোক শিষ্য ২৩:১১; ইসা ৪৩:২**

℣ সাহস ধর!

℟ আমার বিষয়ে যেমন যেরুসালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।

℟ আমার বিষয়ে যেমন যেরুসালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ৪,১২**

**মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা**

পিতা যে কাজ পুত্রকে এ পৃথিবীতে করতে দিয়েছিলেন, পুত্র সেই কাজ সম্পন্ন করলে, পঞ্চাশত্তমী দিনে পবিত্র আত্মা প্রেরিত হলেন তিনি যেন মণ্ডলীকে উত্তরোত্তর পবিত্রিত করেন যাতে করে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্ট দ্বারা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। সেই আত্মাই জীবনের আত্মা বা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে উৎসারিত জলের উৎস; তাঁর দ্বারাই পিতা পাপে মৃত মানুষকে সঞ্জীবিত করে থাকেন যতদিন না তিনি তাদের মরণশীল দেহকে খ্রীষ্টে পুনরুত্থিত করেন।

আত্মা মণ্ডলীতে ও ভক্তদের হৃদয়ে এক মন্দিরেই যেন বাস করেন: তাদের অন্তরে তিনি প্রার্থনা করেন ও

দত্তকপুত্রত্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। তিনি মণ্ডলীকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে প্রবেশ করান, সহভাগিতা ও ভ্রাতৃসেবায় একত্রিত করেন, নানা শাসনমূলক ও সেবামূলক দান দ্বারা শিক্ষামণ্ডিত ও চালিত করেন ও আপন ফলগুলিতে অলঙ্কৃত করেন। সুসমাচারের শক্তিগুণে তিনি মণ্ডলীকে নিত্যযৌবন দান করেন, তাকে নিত্যনবায়ন করেন ও তার বরের সঙ্গে সিদ্ধ মিলনের দিকে চালিত করেন। কেননা আত্মা ও কনে প্রভু যীশুকে বলেন, এসো!

এভাবে সার্বজনীন মণ্ডলী পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য থেকে উদ্গত এক সমবেত জনসমাজ বলে প্রতীয়মান হয়। পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত ভক্তদের সার্বজনীনতা বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে না, ও তার এ স্বীয় বৈশিষ্ট্য তখনই অলৌকিক বিশ্বাসবোধে প্রকাশ পায়, যখন বিশপবর্গ থেকে শুরু ক'রে কনিষ্ঠ ভক্তজন পর্যন্ত তারা বিশ্বাস ও নীতি ক্ষেত্রে একমত ব্যক্ত করে।

এই যে বিশ্বাসবোধ যা আত্মা দ্বারা উদ্দীপ্ত ও সুস্থির রাখা হয়, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণ সেই পুণ্যবান শিক্ষাসনের অধীনে যার প্রতি তাঁরা বিশ্বস্তভাবে অনুগত থাকেন, মানুষের বাণী নয়, বরং সত্যিকারে ঈশ্বরেরই বাণী গ্রহণ করেন, *পবিত্রজনদের কাছে একবার চিরকালের মত সম্প্রদান-করা বিশ্বাসকে* দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন, সঠিক জ্ঞান দিয়ে তার মধ্যে অধিক গভীরতর ভাবে প্রবেশ করেন ও আপন জীবনে তা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করেন। উপরন্তু পবিত্র আত্মা যে শুধু সাক্রামেন্তগুলি ও সেবাকর্মগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণকে পবিত্রিত করেন, চালিত করেন ও সদ্‌গুণাবলিতে অলঙ্কৃত করেন এমন নয়, তিনি বরং আপন দানগুলিকে *ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন,* সর্বশ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানও বিতরণ করেন, যেগুলি দ্বারা তিনি মণ্ডলীর নবায়ন ও মহত্তর বৃদ্ধিলাভে উপকারী নানা কাজ ও দায়িত্ব বরণ করতে তাদের উপযুক্ত ও তৎপর করে তোলেন—যেমনটি লেখা আছে, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।*

এ ঐশদানগুলি, অসাধারণ হোক কিংবা সাধারণ ও ব্যাপকাকারে বিস্তারিত হোক, যেহেতু সবগুলি মণ্ডলীর নানা প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতপক্ষে উপযোগী ও অনুকূল, সেজন্য সেগুলিকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

**শ্লোক যোহন ৭:৩৭,৩৮,৩৯**

℟ পর্বের শেষ দিনে যীশু বললেন: কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক;
℣ জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।
℟ তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা।
℣ জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

## বৃহস্পতিবার

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৫:১৩-২১**

**পাপীদের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন**

প্রিয়জনেরা, তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসী,
আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি
যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।
আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ:
আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করলে তিনি আমাদের কথা শোনেন।
আর যদি জানি, যা কিছু আমরা যাচনা করি, তিনি আমাদের কথা শোনেন,
তবে এও জানি যে, আমরা যা যাচনা করি, সেই সমস্ত পেয়ে গেছি।
যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়,

তবে সে যাচনা করুক, আর তিনি তাকে জীবন দান করবেন
—অবশ্য তাদেরই, যাদের পাপ মৃত্যুজনক নয়।
কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে,
এর জন্য তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না।
যে কোন অধর্মই পাপ,
কিন্তু এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়।
আমরা জানি : যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না ;
বরং ঈশ্বর থেকে যে সঞ্জাত, তাকে তিনি রক্ষা করেন,
আর সেই ধূর্তজন তাকে স্পর্শ করে না।
আমরা জানি : আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজনের অধীন।
এও আমরা জানি :
ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।
আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টে আছি ব'লে।
তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।
বৎস, তোমরা অলীক দেবতাগুলো থেকে দূরে থাক।

**শ্লোক ১ যোহন ৫:২০; যোহন ১:১৮**

*প্র* আমরা জানি : ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন,
*উ* এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
*প্র* ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন,
*উ* এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে অজেরিউসের উপদেশাবলি** **উপদেশ ৮:২-৩**

**পবিত্র আত্মার কাজ**

যীশু আপন শিষ্যদের একথা বললেন, *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন।*

যাঁকে সহায়ক বা সান্ত্বনাদানকারী বলে, সেই পবিত্র আত্মা হলেন বিশ্বাসীদের সুমন্ত্রণাদাতা, ও যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তিনি তাদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি ছাড়া শক্তিও নেই, পবিত্রতাও নেই। তিনি তাঁর আপনজনদের ঢালের মতই নিরাপদে রাখেন, এবং যাদের শাশ্বত গৌরবলাভের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তিনি তাদের সকলের বীরপুরুষ রূপে দাঁড়ান। তিনি দুঃখীদের সান্ত্বনাদানকারী, এতিমের পিতা, বিধবাদের রক্ষক।

তিনি তো দুঃখীদের সান্ত্বনা দেন বটে, কিন্তু দুঃখী বলতে তাদেরই কথা বোঝায় যারা নিজেদের পাপের জন্য ও পাপজনিত দুঃখযন্ত্রণার জন্য শোকার্ত ; যারা পাপাচরণ ক'রে নিজেদের জীবন নষ্ট করেছে ব'লে শুধু নয়, বরং গৌরবের রাজা সেই খ্রীষ্টের ক্রোধের পাত্র হয়েছে বলেই মর্মপীড়িত। আবার তারাই দুঃখী, যারা ক্রুশের উপর যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, নিজেদের অপকর্মের ফলে সেই ত্রাণকর্তাকে তুচ্ছ করেছে বলেই ভগ্নহৃদয়। অবশেষে তাদেরই দুঃখী বলে, যারা তাদের পরিত্রাণের উৎস ও জীবনলাভের একমাত্র আশা সেই খ্রীষ্টের শ্রীমুখ দেখতে অক্ষম হওয়ায়ই চোখের জল ফেলে। যীশুর সেই আত্মা এদের সকলকে সান্ত্বনা দেন। বর্তমানকালে তিনি তাদের দেবেন সেই স্বস্তি যার উপর তারা আশা রেখেছিল। কিন্তু যাদের ভালবাসা তাদের নিজেদের গন্ডির বাইরে যায় না, সত্যময় আত্মা তাদের এড়িয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা, মানুষ তাঁকে, কেবল তাঁকেই তাঁর নিজের খাতিরেই ভালবাসবে। তাঁর বাসনা, তিনি হবেন আমাদের ভালবাসার একমাত্র পাত্র ; আর শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণই হওয়া চাই। যারা তাঁকে ভালবাসে, এর প্রতিদানে তাঁর বদান্যতা যেমন তুলনার

অতীত, তেমনিভাবে ভালবাসার ক্ষেত্রে তাঁর মত কেউই নেই।

তবু ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এমন ভালবাসা প্রত্যাশা করেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে অন্য সমস্ত কিছুও ভালবাসি ও তাঁকে বাদ দিয়ে যেন কিছুই ভাল না বাসি। স্রষ্টা বলে তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস; তিনি সবকিছু গড়লেন বলেই সবকিছু মঙ্গলময়। সেজন্য সৃষ্টবস্তুকে ভালবাসাতে সেগুলির স্রষ্টাকেই আমাদের ভালবাসা উচিত। তাদের নিজেদের খাতিরে নয়, বরং যিনি তাদের অস্তিত্ব দিলেন, তাঁরই খাতিরে সৃষ্টবস্তুকে ভালবাসা দরকার। যে কেউ সোনা বা রুপো কিংবা পার্থিব ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদের প্রতি তাদের নিজেদেরই খাতিরে আসক্ত, সে পিতার ভালবাসার কাছে বিদেশীই যেন। সমস্ত সৃষ্টবস্তুতে স্রষ্টাকেই ভালবাসা উচিত, আবার তাঁর মধ্যেই সমস্ত কিছু ভালবাসা উচিত। এভাবে তাঁকে ভালবাসলে, তবে অন্য সমস্ত কিছুও আমরা ভালবাসি বটে, তবু ঈশ্বরই আমাদের ভালবাসার প্রকৃত ও একমাত্র পাত্র হয়ে দাঁড়ান।

মনশ্চক্ষুর অসুখ হলে কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। সত্যময় আত্মাকে উপলব্ধি করার আগে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। পবিত্র আত্মার উপযুক্ত মন্দির হবার আগে আমাদের দেহকেও নির্মল ও শুদ্ধ করা প্রয়োজন। এসো, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যাতে সেই শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যে শুদ্ধতা পবিত্র আত্মার গৌরবময় সৌন্দর্য দর্শনলাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত করবে। তবেই আমরাও যীশুর প্রেরিতদূতদের মত সেই আলোকে জানতে পারব; তবেই তিনি এজীবনে আমাদের সঙ্গে বাস করবেন ও পরজীবনে চিরকালের মত আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

**শ্লোক যোহন ১৪:১৬; ১৬:৭**

℣ আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, সেই সত্যময় আত্মা,
℟ যিনি চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লেলুইয়া।
℣ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না,
℟ যিনি চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৭:২১-৪৪**

**জাহাজডুবি**

সকলে অনেক দিন না খেয়ে থাকার পর, পল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মানুষ, তোমাদের উচিত ছিল, আমার কথা মেনে নিয়ে ক্রীট থেকে জাহাজ না ছাড়া; তবেই এই অমঙ্গল ও ক্ষতি এড়াতে পারতে। যাই হোক, এখন আমার পরামর্শ এ: ভেঙে পড়ো না, কারণ কারও প্রাণের হানি হবেই না, কেবল জাহাজেরই হবে। কেননা আমি যে ঈশ্বরের মানুষ ও যাঁর সেবা করি, তাঁর এক দূত গত রাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, পল, ভয় করো না, সীজারের সামনে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আর দেখ, তোমার জন্যই ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীর প্রাণ রক্ষা করবেন। তাই, হে মানুষেরা, ভেঙে পড়ো না, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন আস্থা আছে যে, আমার কাছে যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনিই ঘটবে। তবে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তেই হবে।'

এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ভেসে যেতে যেতে যখন চৌদ্দ দিনের রাত এল, তখন মাঝরাতের দিকে নাবিকেরা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন একটা দেশের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। ওলনদড়ি ফেলে মেপে দেখা গেল, সেখানে জলের গভীরতা বিশ বাঁও। একটু পরে আবার দড়ি ফেলে মাপা হল: দেখা গেল, পনেরো বাঁও। তখন পাছে আমরা কোন পাথুরে উপকূলে গিয়ে পড়ি, এই ভয়ে জাহাজের পিছন দিক থেকে চারটে নঙর নামিয়ে দিয়ে তারা উন্মুখ হয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে থাকল। নাবিকেরা জাহাজ থেকে একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল; গলুইয়ের দিক থেকে কয়েকটা নঙর ফেলবার ছল করে তারা ডিঙিটা সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল; এজন্য পল শতপতিকে ও সৈন্যদের বললেন, 'ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না।' তাই সৈন্যেরা ডিঙির দড়ি কেটে তা জলে পড়তে দিল।

সকাল হয়ে আসছে, সেসময় পল সকল লোককে কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন; বললেন, 'আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা কিছু না খেয়ে অনাহারে অপেক্ষা করতে করতে বসে আছেন; তাই আমার অনুরোধ: কিছু খেয়ে নিন, নিজেদের বাঁচানোর জন্য কিছুটা খাওয়া দরকার! আপনাদের কারও মাথার এক গাছি চুলও নষ্ট হবে না।' তা বলে পল রুটি নিয়ে সকলের চোখের সামনে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। তখন সকলে সাহস পেল, এবং তারাও খেতে লাগল। সেই জাহাজে আমরা মোট দু'শো ছিয়াত্তরজন লোক ছিলাম, সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটা হালকা করে দিল।

সকাল হলে তারা বুঝতে পারছিল না, সেটা কোন্ জায়গা। কিন্তু তারা লক্ষ করল, সামনে বালুতটে ঘেরা একটা উপসাগর আছে; পরামর্শ করল, সম্ভব হলে সেই বালুতটের উপরে জাহাজটা তুলে দেবে। তারা নঙরগুলো কেটে সমুদ্রে ছেড়ে দিল, এবং একই সময়ে হালগুলোর বাঁধনও খুলে দিল; পরে সামনের দিকের পাল বাতাসের মুখে তুলে দিয়ে বালুতটের দিকে চলতে লাগল। কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, আর জাহাজের সামনের দিক আটকে গিয়ে অচল হয়ে রইল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে লাগল। বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে সৈন্যেরা তাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, কিন্তু শতপতি পলকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠবে, আর বাকি সকলে তক্তা কিংবা জাহাজের যা কিছু পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠবে। এভাবে সকলে ডাঙায় উঠে রক্ষা পেল।

**শ্লোক ২ তি ২:৯; সাম ১১৯:৪৬**

℣ সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি,

℟ কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমার নির্দেশমালা প্রচার করব রাজাদের সামনে, করব না কো লজ্জাবোধ।

℟ কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক**

**আমি যদি চলে না যাই,**
**সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না**

পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজ পূর্ণতা লাভ করেছিল বটে, অথচ এও তখনও প্রয়োজন ছিল যে, আমরা বাণীর ঐশস্বরূপের অংশভাগী হয়ে উঠব, অর্থাৎ আমাদের জীবন ত্যাগ করে অন্য জীবনে রূপান্তরিত হব ও নবীন পুণ্যাচরণে প্রতিষ্ঠিত হব: আমরা কিন্তু পবিত্র আত্মার সহভাগী না হলে তেমন কিছু হতে পারত না।

পবিত্র আত্মার প্রেরণ ও আমাদের উপর তাঁর অবতরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের চলে যাওয়ার পরবর্তী সময়।

যতদিন খ্রীষ্ট মাংসধারী অবস্থায় ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন, ততদিন—আমি মনে করি—তিনি তাদের মঙ্গলকর সবকিছুর দাতা বলে প্রতীয়মান ছিলেন; যখন কিন্তু নির্ধারিত সময় এল তিনি স্বর্গীয় পিতার কাছে আরোহণ করবেন, তখন এ কি প্রয়োজন ছিল না যে, তিনি আত্মার মধ্য দিয়েই আপন ভক্তদের কাছে উপস্থিত থাকবেন ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বাস করবেন যাতে নিজেদেরই অন্তরে তাঁকে পেয়ে আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারতাম 'আব্বা, পিতা,' যত সদ্‌গুণের দিকে সহজে ছুটে যেতে পারতাম ও সর্বশক্তিমান আত্মাকে লাভের ফলে শয়তানের ফন্দি ও মানুষের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারতাম?

আত্মা যাদের অন্তরে এসে বাস করেন, তিনি যে তাদের সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করেন ও নবধরনের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, একথা কি প্রাক্তন ও নব সন্ধির নানা সাক্ষ্যদানে খুব সহজে প্রমাণ করা যায় না? নবী সামুয়েল সৌলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, *প্রভুর আত্মা তোমাকে দখল করবেন, আর তুমি তখন অন্য মানুষেই*

*পরিণত হবে।* আর ধন্য পল লিখলেন, *স্বয়ং প্রভুই সেই আত্মা; আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।* তুমি কি দেখতে পাও কী করে আত্মা যাদের অন্তরে বাস করেন তাদের অন্য প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেন? তিনি পার্থিব বিষয়ে সহজে-ব্যস্ত মনকে স্বর্গীয় বিষয় দর্শনে উন্নীত করেন, দুর্বলের ভয়কে মনের সাহসী ও উদার শক্তিতে পরিণত করেন। কোন সন্দেহ নেই: এসব কিছু শিষ্যদের বেলায় ঘটেছিল। তাঁরা আত্মা দ্বারা এত বলবান হয়ে উঠলেন যে নির্যাতকদের অত্যাচারে পরাজিত হতে পারেননি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রীষ্টপ্রেম আঁকড়ে ধরলেন।

*স্বর্গে আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল।* হ্যাঁ, ত্রাণকর্তার এ বাণী খুবই সত্য, কেননা সে সময়টি ছিল পবিত্র আত্মার অবতরণের নির্ধারিত সময়।

**শ্লোক যোহন ১৬:৭,১৩-১৪ দ্রঃ**

℣ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।
℟ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।
℣ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন।
℟ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

## শুক্রবার

**বিজোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - যোহনের দ্বিতীয় পত্র**

**ধর্মতত্ত্বে যে স্থিতমূল থাকে,**
**সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে**

প্রবীণ এই আমি, যাদের সত্যিই ভালবাসি—আর শুধু আমি নয়, যারা সত্য জেনেছে, তারা সকলেও—সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে এবং আমাদের সঙ্গে অনন্তকাল থাকবে, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা ও তার সন্তানদের সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি, কেননা দেখতে পেয়েছি, আমরা পিতা থেকে যেভাবে আজ্ঞা পেয়েছি, তোমার কয়েকজন সন্তান সেইভাবে সত্যে চলছে। আর এখন, ভদ্রে, তোমার কাছে অনুরোধ রাখি: নতুন আজ্ঞা নয়, আদি থেকে যা পেয়েছি, সেই আজ্ঞার কথাই লিখছি—আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি।

আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি; তোমরা আদি থেকে যেভাবে শুনে আসছ, আজ্ঞাটি এ: ভালবাসায় চল। কেননা অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে; তারা যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না—এ-ই তো প্রতারক ও খ্রীষ্টবৈরী! সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন করেছ, তার ফল না হারিয়ে বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও। যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে ও খ্রীষ্টের শিক্ষায় স্থিতমূল থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায়নি; এ শিক্ষায় যে স্থিতমূল থাকে, সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে। যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে ঘরে গ্রহণ করো না, তাকে স্বাগতও জানিয়ো না। বস্তুত, তাকে যে স্বাগত জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

তোমাদের কাছে অনেক কথা লেখার ছিল; কাগজে-কালিতে তা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আশা রাখি, তোমাদের কাছে আসব ও তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব, যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

**শ্লোক ২ যোহন ৫,৩; দ্বিঃবিঃ ৫:৩৩ দ্রঃ**

℣ পিতার কাছ থেকে যে আজ্ঞা পেয়েছি, তা নতুন নয়, আদি থেকেই তা পেয়েছি:

℟ তোমরা সত্যে ও ভালবাসায় চল। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে যে পথে চলবার আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চলবে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।

℟ তোমরা সত্যে ও ভালবাসায় চল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা ১৬শ ধর্মঃ, পবিত্র আত্মা ১:১১-১২,১৬**

**পবিত্র আত্মার জীবন্ত জল**

*আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।* এ জল এমন নবধরনেরই জল, যে জল জীবন্ত ও ঊর্ধ্বগামী; তাদেরই জন্য ঊর্ধ্বগামী যারা যোগ্য। কোন্ কারণেই বা খ্রীষ্ট আত্মার অনুগ্রহকে জল বললেন? কারণ সমস্ত কিছুই জলের উপরে নির্ভর করে: উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উভয়ের উৎপত্তি হল জল; বৃষ্টির আকারে জল আকাশ থেকে নেমে আসে; আকারে-প্রকারে জল সবসময় একরকম হয়েও, তবু বিভিন্ন কার্যফল উৎপন্ন করে, খেজুরগাছে এক কার্যফল, আঙুরলতায় অন্য কার্যফল, ইত্যাদি।

বৃষ্টি যে একবার একরকম আর একবার অন্যরকম ভাবে পড়ে, তেমন নয়, বরং পদার্থ হিসাবে সবসময় এক বৃষ্টি হয়েও তা গ্রহীতাদের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তেমনিভাবে পবিত্র আত্মা স্বরূপে সবসময় এক, একগুণ-সম্পন্ন ও অবিচ্ছেদ্য হয়েও তাঁর দানগুলিকে ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। যেমন শুকনা গাছ জল পেলে অঙ্কুর অঙ্কুরিত করে, তেমনি মানবাত্মা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে যোগ্য হয়ে উঠলেই ধর্মময়তা-ডাল ধরে। পবিত্র আত্মা অপরিবর্তনশীল হয়েও তবু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও খ্রীষ্টের নামে তিনি নানা কাজ সাধন করেন।

পবিত্র আত্মা একজনের জিহ্বা প্রজ্ঞা প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন, আর একজনের মন নবীর মনের মত আলোকিত করেন; একজনকে অপদূত তাড়াবার ক্ষমতা, আর একজনকে পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা মঞ্জুর করেন। তিনি আবার একজনকে আত্মসংযমে দৃঢ় করেন, আর একজনকে দয়াপরবশ হতে শেখান; একজনকে উপোস রাখতে ও তপস্যার সাধনা বহন করতে শেখান, আর একজনকে দৈহিক যত ব্যাপার তুচ্ছ করতে প্রেরণা দেন, আবার একজনকে সাক্ষ্যমরণের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি এক একজনের জন্য ভিন্ন, অথচ আত্মা হিসাবে তিনি কখনও ভিন্ন নন; এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।*

তাঁর আগমন নম্র ও কোমল, তাঁর উপস্থিতি স্নিগ্ধ ও সুরভিত, তাঁর জোয়াল খুবই লঘুভার। জ্যোতি ও প্রজ্ঞার জ্বলজ্বলে রশ্মিমালা হল তাঁর আগমনের পূর্বলক্ষণ। তিনি সত্যকার গুরু ও প্রতিপালক, আর আসলে তিনি ত্রাণ করতে, নিরাময় করতে, শিক্ষা দিতে, পরামর্শ দিতে, বলবান করতে, সান্ত্বনা দিতে আসেন; তাঁকে যে গ্রহণ করে, পবিত্র আত্মা তারই মন প্রথমে আলোকিত করতে আসেন, তারপর তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অন্যান্যদের মন আলোকিত করেন। যেমন যে লোক আগে অন্ধকারে ছিল, তারপর সূর্যের আলোতে এসে সে সেই আলো চোখে গ্রহণ করে, যার ফলে আগে যা দেখত না, এখন তা স্পষ্টই দেখতে পায়, তেমনি পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে যে যোগ্য হয়ে উঠেছে, সে অন্তরে আলোময় হয়, যার ফলে সাধারণ দৃষ্টিশক্তির ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে এমন কিছু দেখতে পায় যার কথাও জানত না।

**শ্লোক ১ করি ১২:৬-৭,২৭**

℣ বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।
℣ তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।
℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৮:১-১৪**

**মাল্টা থেকে রোম অভিমুখে পলের যাত্রা**

একবার রক্ষা পেয়ে আমরা জানতে পারলাম, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা। সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল: তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবং যথেষ্ট শীত করছিল বিধায় তারাই আগুন জ্বালিয়ে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাল। পল এক গাদা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে সেই আগুনের উপরে ফেলে দিতে দিতে আগুনের তাপে একটা বিষাক্ত সাপ বের হয়ে তাঁর হাত কামড়ে ধরল। তখন সেই অধিবাসীরা তাঁর হাতে সেই জন্তুটা ঝুলছে দেখে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা নিশ্চয়ই একটা খুনী; সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবী একে বাঁচতে দিলেন না।' কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, বা তিনি হঠাৎ মরে মাটিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল, অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর ঘটছে না, তখন তাদের মত পাল্টে গেল, আর বলতে লাগল, উনি দেবতা!

সেই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে ওই দ্বীপের প্রশাসক পুব্লিউসের নিজের জমিদারি ছিল; তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিন দিন ধরে আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন। সেসময় পুব্লিউসের পিতা জ্বর ও আমাশায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী সেই দ্বীপে ছিল, সকলে এসে সুস্থ হয়ে উঠল। আর তারা খুব আদরের সঙ্গে আমাদের সমাদর করল, এবং আমাদের চলে যাওয়ার সময়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

তিন মাস পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার একটা জাহাজে উঠে রওনা হলাম; জাহাজটা ওই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়েছিল, এর গলুইয়ে ছিল যমজ-দেবতার মূর্তি। আমরা সিরাকিউজে এসে ভিড়লাম, আর সেখানে তিন দিন থাকলাম। সেখান থেকে তীর ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে রেজিউমে এসে পৌঁছলাম; এক দিন পর দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু হল আর আমরা দ্বিতীয় দিনে পুতেওলিতে এসে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েকজন ভাইদের পেলাম; তাঁরা অনুনয়-বিনয় করলে আমরা এক সপ্তাহ তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলাম; আর এভাবে রোমে এসে পৌঁছলাম।

**শ্লোক মার্ক ১৬:১৭,১৮; যোহন ১৪:১২**

℣ যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে:
℟ তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, হাতে করে সাপ তুলবে ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।
℣ আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে।
℟ তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, হাতে করে সাপ তুলবে ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'বিশ্বাসের দর্পণ'**

**আমাদের প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার সাড়া**

হে খ্রীষ্টভক্ত, বিশ্বাসের গভীরতম মর্মসত্যের সামনে তুমি যদি একপ্রকারে দ্বিধাবোধ কর, সাহস ধর! তখন স্পর্ধার সঙ্গে নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গে বল, এসব কিছু কী করেই বা হতে পারে? তোমার জিজ্ঞাসা একটা

প্রার্থনাই হোক, হোক ভালবাসা, ভক্তি ও বিনম্র আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ঈশ্বরত্বের শীর্ষস্থান ভেদ করতে চেষ্টা করো না, বরং আমাদের ত্রাতা ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তিতেই পরিত্রাণের সন্ধান পাও।

তবেই ঈশ্বরের মহা-সুমন্ত্রণার দূত উত্তরে বলবেন, সেই সহায়ক, *সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন।* যেমন কোন মানুষ *একজন মানুষের অন্তরের কথা জানতে পারে না, একমাত্র সেই মানুষের অন্তরাত্মা ছাড়া, তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানতে পারে না।*

সুতরাং পবিত্র আত্মার অংশভাগী হতে তৎপর হও! তুমি যখন তাঁকে ডাক, তখন তিনি তোমার সঙ্গে থাকেন; তিনি আগে থেকেই উপস্থিত বলেই তুমি তাঁকে ডাকতে পার। তোমার প্রার্থনা শুনে তিনি যখন আসেন, তখন সঙ্গে ক'রে প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। তিনি হলেন সেই নদী *যার নানা স্রোতস্বিনী আনন্দিত করে তোলে ঈশ্বরের পবিত্র বাসস্থান।*

তিনি এসে যদি তোমাকে বিনম্র ও নীরব আর বাণীভীরু দেখতে পান, তবে তোমার উপর অধিষ্ঠান করে তোমার কাছে সেই সবকিছু প্রকাশ করবেন, পিতা ঈশ্বর যা এজগতের জ্ঞানবান ও সুবিবেচক মানুষের কাছ থেকে লুক্কায়িত রেখেছেন। তবেই তুমি সেই সমস্ত কথা বুঝতে শুরু করবে যা ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে থাকতেও শিষ্যদের বলতে পারতেন, অথচ শিষ্যেরা তা সহ্য করতে অক্ষম হলেন যতক্ষণ না সেই সত্যময় আত্মা এলেন যিনি পূর্ণ সত্য তাঁদের শিখিয়ে দেবার কথা। স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি যা বলে দিতে পারেননি, সেই সত্য বাণী মানুষেরই কাছ থেকে শিখব, তেমন আশা রাখতে পারি না, কারণ তিনি নিজে বললেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ।* যেমন *যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,* তেমনিভাবে যারা তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বুঝতে ও তার সূক্ষ্ম সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা দরকার।

এজীবনের অন্ধকারময় অজ্ঞতার মধ্যে পবিত্র আত্মা হলেন সেই আলো যা যারা আত্মায় দীনহীন তাদের আলোকিত করে, তিনি হলেন সেই ভালবাসা যা তাদের প্রেরণা দেয়, সেই মাধুর্য যা তাদের আকর্ষণ করে, তিনি হলেন ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রবেশপথ, তিনি হলেন প্রেমিকের প্রেম। পবিত্র আত্মা হলেন ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা। বিশ্বাসের ধাপ বেয়ে আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঐশধর্মময়তা প্রকাশ করেন; এর ফলে উত্তরোত্তর অনুগ্রহধারা আসে, এবং উপলব্ধি-আলোকিত বিশ্বাস শ্রবণজনিত বিশ্বাসের স্থান দখল করে।

**শ্লোক এফে ১:১৭-১৮; ১ করি ২:১২**

℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন।

℣ তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমরা তো এজগতের আত্মা পাওনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছ।

℣ তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী। আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

## বিজোড় বর্ষ

### প্রথম পাঠ - যোহনের তৃতীয় পত্র

#### এসো, সত্যে চলি

প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে, যাঁকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যেমন কুশলে আছ, প্রার্থনা করি, সব দিক দিয়ে তুমি যেন কুশলে থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থাকে। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যখন কয়েকজন ভাই এসে তোমার সত্যের বিষয়ে—তুমি কী ভাবে সত্যে চল—সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, একথা শুনতে পাওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই।

প্রিয়তম, ভাইদের জন্য, এমনকি তাঁরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জন্য তুমি যা কিছু করছ, তাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। তাঁরা মণ্ডলীর কাছে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর তুমি যদি তাঁদের যাত্রার এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বরের যোগ্য, তবে ভালই করবে। তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন, বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছুই দাবি করেননি। তাই তেমন মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যেন সত্য-সাধনে তাঁদের সহযোগী হতে পারি।

মণ্ডলীর কাছে কিছু লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানকার মাতব্বরিপ্রিয় দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্যই করছেন না। তাই যখন আমি আসব, তখন তিনি বাজে কথা ব'লে আমার নিন্দা ক'রে যে সমস্ত কাজ করছেন, তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব। আর তিনি তাতেও তুষ্ট নন; তিনি নিজেই ভাইদের গ্রাহ্য করতে চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁদের গ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক, তাদেরও তিনি বাধা দিচ্ছেন, এমনকি মণ্ডলী থেকে তাদের বের করে দিচ্ছেন। প্রিয়তম, যা মন্দ, তা নয়, যা ভাল, তারই অনুকারী হও। যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে অসৎ কর্ম করে, সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

দেমেত্রিওসের পক্ষে সকলে, এমনকি স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

তোমার কাছে অনেক কথা লেখার ছিল, কিন্তু কালি-কলমে তা করতে চাচ্ছি না। আশা রাখি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে; তখন মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব। তোমার শান্তি হোক! বন্ধুরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাম করে তুমিও বন্ধুদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

**শ্লোক** ৩ যোহন ১১; ১ পি ২:১৯

℟ যা মন্দ তা নয়, যা ভাল তারই অনুকারী হও।
℟ যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।
℣ অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ।
℟ যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

### দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা — ধর্মশিক্ষা ১৬:২০-২৩

#### পবিত্র আত্মার ভূমিকার মাহাত্ম্য

পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনাদানকারী বলে, কারণ তিনি আমাদের সান্ত্বনা ও প্রেরণা দান করেন, *আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে* ঈশ্বরের কাছে *প্রার্থনা করেন।* খ্রীষ্টের খাতিরে মানুষ অনেক বার অকারণে নিপীড়ন ও অপমান ভোগ করে। যখন সাক্ষ্যমরণ সন্নিকট ও চারদিকে আগুন, খড়্গ, নরগ্রাসী পশু, গভীর গহ্বরের মত যত পীড়ন উপস্থিত, তখন পবিত্র আত্মা মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক! এখন তোমার যা কিছু ঘটছে, তা সামান্য ব্যাপার; যে পুরস্কার তোমাকে দেওয়া হবে, তা মহান। কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ

করার পর তুমি চিরকালের মতই স্বর্গদূতদের সঙ্গে থাকবে।' *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়।* পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের চিন্তা সঞ্চার করেন, তাদের স্বর্গধামের আনন্দের পূর্বাভাস দেন বিধায়ই সাক্ষ্যমরেরা বিচারকদের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েও কিন্তু আত্মায় ইতিমধ্যে স্বর্গবাসী হয়ে সম্মুখীন নিপীড়ন তুচ্ছ করেন।

সাক্ষ্যমরেরা যে পবিত্র আত্মার শক্তিগুণেই সাক্ষ্য বহন করেন, তুমি কি এর প্রমাণ চাও? ত্রাণকর্তা আপন শিষ্যদের বলেন, *লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন।* মৃত্যু পর্যন্ত খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করা কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই সম্ভব। পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউই বলতে পারে না যে 'যীশুই প্রভু,' একথা যখন সত্য, তখন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কী করে কেউ যীশুর জন্য প্রাণ দিতে পারবে? পবিত্র আত্মা সত্যি মহান, আর তাঁর নানা দানে সত্যি সর্বশক্তিমান ও অপরূপ। ভেবে দেখ, এখানে তোমরা কয়েকজন বসে আছ, তোমরা কয়েকজন উপস্থিত। প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য পবিত্র আত্মা প্রত্যেকের অন্তরে সক্রিয়। এখন আমি চাই, পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে তোমরা ভাব এ গোটা ধর্মপ্রদেশে কতজন খ্রীষ্টান আছেন, আবার এ গোটা পালেস্তাইন দেশে কতজন আছেন। তারপর এ ধর্মপ্রদেশের কথা অতিক্রম করে তোমরা গোটা রোম-সাম্রাজ্যে, আর তারপর সমগ্র বিশ্বজগতের দিকে মন প্রসারিত কর। মনে রেখ যে এক একটা ধর্মপ্রদেশে বিশপ, পুরোহিত, পরিসেবক, সন্ন্যাসী, ধর্মব্রতিনী আর বহুসংখ্যক ভক্তজন আছেন।

তাঁদের মহান রক্ষাকর্তা ও বিধাতার কথাই ভাব, যিনি বিশ্বজুড়ে একজনকে দান করেন শুচিতা, আর একজনকে চিরকৌমার্য, আর একজনকে গরিবদের প্রতি দানশীলতা, আর একজনকে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতা, আর একজনকে অপদূত তাড়াবার ক্ষমতা। যেমন সূর্যের রশ্মিমালা সমস্ত জগৎকে আলোময় করে, তেমনি পবিত্র আত্মা, যাদের দেখবার মত চোখ আছে, তাদের আলো দান করেন। কেউ যদি আধ্যাত্মিক অন্ধতার ফলে এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত, তারা আলোকে নয়, বরং নিজেদের অবিশ্বাসকে দোষী করুক।

আত্মা নবীদের মুখ দিয়ে খ্রীষ্টের কথা বললেন, প্রেরিতদূতদের অনুপ্রাণিত করলেন, আর আজও দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে তাঁর মুদ্রাঙ্কনে আমাদের অন্তর মুদ্রাঙ্কিত করেন। পিতা পুত্রকেই সবকিছু দান করে থাকেন, আর পুত্র তা পবিত্র আত্মাকেই দান করে থাকেন। আমি নয়, স্বয়ং খ্রীষ্টই বলেন, *আমার পিতা আমারই হাতে সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছেন,* এবং পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, *সেই সত্যময় আত্মা যখন আসবেন, তিনি তখন আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।*

**শ্লোক ১ করি ১২:৯-১০,৭,৪**

*প্র* পবিত্র আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা।
*উ* প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।
*প্র* বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক।
*উ* প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

**জোড় বর্ষ**

**প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৮:১৫-৩১**

**রোমে পল**

রোমের ভাইয়েরা আমাদের সংবাদ পেয়ে আমাদের বরণ করার জন্য আপ্পিউস-হাট ও তিন-সরাই পর্যন্তই এগিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দেখে পল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন উৎসাহ পেলেন। রোমে এসে উপস্থিত হওয়ার পর পল নিজের প্রহরী সৈন্যের সঙ্গে একটা বাড়িতে আলাদা করে বাস করার অনুমতি পেলেন।

তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের গণ্যমান্য সকল লোককে ডাকিয়ে সেখানে সমবেত করলেন। তাঁরা সমবেত

হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যদিও কোন কিছু করিনি, তবু যেরুসালেমে গ্রেপ্তার করে আমাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জেরা করার পরে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ না পাওয়ায় তারা আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; কিন্তু ইহুদীরা যখন আপত্তি করতে থাকল, তখন আমি সীজারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; আমি যে স্বজাতিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাচ্ছিলাম, এমন নয়। সেই কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য ও কথা বলার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছি।' তারা তাঁকে বলল, 'যুদেয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠিপত্র পাইনি; ভাইদের মধ্যেও কেউই এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি বা নিন্দাজনক কথা বলেননি। কিন্তু আপনার মনের কথা আমরা আপনার নিজের মুখেই শুনতে ইচ্ছা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গায় লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।'

তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন ও সেই বিষয়ে নিজের সাক্ষ্য দান করলেন; এবং মোশীর বিধান ও নবীদের পুস্তক ভিত্তি করে যীশুর বিষয়ে তাঁদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ তাঁর কথা গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করলেন না। তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারলেন না, আর যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন পল তাঁদের এই একটি শেষ কথা বলে দিলেন: 'পবিত্র আত্মা নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা:

*যাও, এই জনগণকে বল:*
*তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝবে না!*
*তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হবে না!*

*কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে,*
*তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,*
*পাছে তারা চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায়,*
*হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,*
*আর আমি তাদের সুস্থ করি।*

সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে!'

তিনি পুরো দু'বছর ধরে নিজের ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেন; যত লোক তাঁর কাছে যেত, তিনি সকলকে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত কথা শিখিয়ে দিতেন।

**শ্লোক শিষ্য ২:৩৯; ২৮:২৮ দ্রঃ**

℣ সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া
℟ আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন। আল্লেলুইয়া।
℣ আপনারা জেনে রাখুন, ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল সেই বিজাতীয়দের কাছে
℟ আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' পুস্তক ২:১২**

**পবিত্র আত্মা দীক্ষাস্নানে আমাদের নবীকৃত করেন**

যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে ঈশ্বর, সেই পবিত্র আত্মা দীক্ষাস্নানে আমাদের নবীকৃত করেন; কুগঠিত অবস্থা থেকে আমাদের আদিসৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ও তাঁর অনুগ্রহে আমাদের এমনভাবেই পরিপূর্ণ করেন যে, বাঞ্ছনীয় পুণ্যময় কিছু ছাড়া আমাদের অন্তরে অন্য কিছু স্থান পেতে পারে না। তিনি পাপ ও মৃত্যু থেকে আমাদের মুক্ত করেন; মর্তমানুষ যে আমরা, অর্থাৎ ছাই ও মাটিতে গঠিত এই আমাদের তিনি আত্মিক করে তোলেন;

আমাদের করে তোলেন ঐশগৌরবের অংশীদার, পিতা ঈশ্বরের সন্তান ও উত্তরাধিকারী, পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ, খ্রীষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী ও ভাই যারা একদিন তাঁর সঙ্গে গৌরবান্বিত হবে ও তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে। তিনি মর্তের বিনিময়ে স্বর্গ দান করেন, উদারতার সঙ্গে পরমদেশকে আমাদের মঞ্জুর করেন; স্বর্গদূতদের চেয়েও আমাদের সম্মাননীয় করেন, এবং ঐশজলকুণ্ডের মাধ্যমে নরকের অনির্বাণ আগুন নিবিয়ে দেন।

মানুষের দু'ধরনের জন্ম হয়: একটা শরীর থেকে, অন্যটা ঐশআত্মা থেকে। এবিষয়ে নানা তত্ত্ববিদ খুবই উপযোগী কথা লিখেছেন। আমি তাঁদের নাম ও তাঁদের তত্ত্ব উল্লেখ করব।

যোহন একথা বলেন: *যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁর নামে যারা বিশ্বাসী, তাদের সকলকে তিনি দিলেন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার। রক্তগত জন্মে নয়, মাংসের বাসনায় নয়, পুরুষের বাসনায়ও নয়, ঈশ্বর থেকেই তারা সঞ্জাত।* তিনি বলেন যে যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস রেখেছে, তারা সকলে পেল ঈশ্বরের তথা পবিত্র আত্মারই সন্তান হওয়ার অধিকার, আর ফলত ঈশ্বরের সমজাতিও হওয়ার অধিকার। সেই পবিত্র আত্মা-ঈশ্বরই যে জন্ম দান করেন, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টের মুখ দিয়ে একথাও বলেন, *আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।*

বস্তুতপক্ষে যাজকদের সেবাকাজের মাধ্যমে জলকুণ্ড প্রকাশ্যে আমাদের প্রকাশমান দেহের জন্মদান করে; কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই ঐশআত্মা যিনি মনশ্চক্ষুর পক্ষেও দর্শনের অতীত তিনি নিজেই তাঁর নিজের মধ্যে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন ও স্বর্গদূতদের সেবাকাজের মাধ্যমে দেহ ও আত্মাকেও জন্মদান করেন।

*জল ও আত্মা থেকে* বচনটির মত বচন দিয়ে দীক্ষাগুরুও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেন, *তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।* মাটির পাত্রের মত মানবদেহের পক্ষে এ দরকার আছে, আগে জল দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হোক, তারপর আত্মিক আগুন দ্বারা, তথা সর্বগ্রাসী আগুন সেই ঈশ্বর দ্বারাই শক্ত ও পরিপক্ক করা হোক; তারপর পবিত্র আত্মাকেও দরকার আছে, তাঁর দ্বারা সে যেন নিখুঁত ও নবায়িত হয়ে উঠতে পারে; কেননা আত্মিক আগুন জলসিঞ্চন করতে সক্ষম, ও আত্মিক জল প্রজ্বলিত করতে সক্ষম।

**শ্লোক ইসা ৪৪:৩,৪; যোহন ৪:১৪**

℟ আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব। আমি আমার আত্মাকেই বর্ষণ করব।

℣ তখন তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

℟ আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

℣ তখন তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

## পঞ্চাশত্তমী রবিবার

**প্রথম পাঠ - রো ৮:৫-২৭**

**যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র**

ভ্রাতৃগণ, মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রীষ্টের নয়। আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,

তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।

সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

আসলে আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।

**শ্লোক গা ৩:২৬; ৪:৬; ২ তি ১:৭**

℟ তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান:
℣ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।
℟ ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন।
℣ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' ৩য় পুস্তক ১৭:১-৩**

**পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ**

শিষ্যদের কাছে ঈশ্বরের উদ্দেশে নবজন্ম দেওয়ার অধিকার মঞ্জুর করতে গিয়ে প্রভু বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।*

এ পবিত্র আত্মারই কথা ব'লে প্রভু নবীদের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, চরম দিনগুলিতে তিনি আপন দাস ও দাসীদের উপর আপন আত্মাকে বর্ষণ করবেন, তারা যেন নবীর মত কথা বলে। এজন্য ঐশআত্মা মানবপুত্র-হওয়া-ঈশ্বরের পুত্রের উপরেও নেমে এলেন, আর এর ফলে তিনি মানবকুলের মধ্যে বসবাস করতে, মানবের মাঝে বিশ্রাম করতে ও ঈশ্বরের সৃষ্টজীবদের মধ্যে অবস্থান করতে অভ্যস্ত হলেন, তাদের অন্তরে পিতার

ইচ্ছা সম্পন্ন করলেন ও বার্ধক্য থেকে খ্রীষ্টের নবীনতায় তাদের নবীকৃত করলেন।

সাধু লুক বলেন, প্রভুর স্বর্গারোহণের পর পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমী পর্বে শিষ্যদের উপরে এমন শক্তির অধিকারী হয়ে নেমে এলেন যাতে তিনি সকল জাতিকে জীবনে প্রবেশপথ ও নবসন্ধির ঐশপ্রকাশ দিতে পারেন; এজন্যই পবিত্র আত্মা দূরবর্তী যত গোষ্ঠীকে ঐক্যে ফিরিয়ে আনলে ও সর্বজাতির প্রথমফসল পিতার কাছে নিবেদন করলে সকলে সমবেত ভাবে বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতি-বন্দনা করতে লাগল।

প্রভু এজন্যই সহায়ককে প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সহায়ক যেন ঈশ্বরের জন্য আমাদের যোগ্য করে তোলেন। কেননা যেমন শুষ্ক ময়দা জল ছাড়া একপিন্ড বা একরুটি হতে পারে না, তেমনি অনেকে এই আমরাও যে জল স্বর্গ থেকে আসে সেই জল ছাড়া খ্রীষ্টযীশুতে এক হতে পারতাম না। আর যেমন শুষ্ক মাটি জল না পেলে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমরাও যারা আগে শুষ্ক গাছ ছিলাম, সেই স্বেচ্ছাকৃত স্বর্গীয় বর্ষা ছাড়া কখনও জীবন-ফল ফলাতে পারতাম না। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেহ অক্ষয়শীলতাদানকারী সেই প্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে ঐক্য লাভ করল, আমাদের আত্মা কিন্তু পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই সেই ঐক্য লাভ করল।

ঈশ্বরের আত্মা প্রভুর উপরে নেমে এলেন,—সেই *প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা;* আর তাঁকে পেয়ে তিনিও, তাঁর নিজের কথা অনুসারে শয়তানকে যেখানে একটা বিদ্যুতের মতই যেন নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই সমগ্র পৃথিবীতে স্বর্গ থেকে সহায়ককে প্রেরণ ক'রে মণ্ডলীর কাছে সেই একই আত্মাকে দান করলেন। এজন্য আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সেই শিশির প্রয়োজন, আমরা যেন দগ্ধ মাটি ও ফলহীন গাছ না হই, আর যেখানে আমাদের অভিযোক্তা একজন আছে, সেখানে যেন আমাদের সহায়কও একজন থাকেন। প্রভু পবিত্র আত্মার হাতে তাঁর সেই আপন মানুষকে তুলে দিয়েছিলেন, যে মানুষ দস্যুদের হাতে পড়েছিল, যার প্রতি তিনি নিজে করুণাবিষ্ট হয়ে তার ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়েছিলেন ও দু'টো রাজকীয় টাকা দান করেছিলেন, আমরা যেন আত্মার মধ্য দিয়ে পিতা ও পুত্রের প্রতিমূর্তি ও লিপি গ্রহণ ক'রে আমাদের কাছে ধার দেওয়া পুঁজি ফলশালী ক'রে প্রভুর কাছে প্রচুর লাভ দেখাতে পারি।

**শ্লোক শিষ্য ২:১,৪,২ দ্রঃ**

*প্র* যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন শিষ্যেরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন:
*উ* তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। আল্লেলুইয়া।
*প্র* হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচন্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, সেই বাড়ি সেই শব্দে ভরে গেল।
*উ* তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। আল্লেলুইয়া।

***বিকল্প* (খ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ - ষষ্ঠ শতাব্দীর আফ্রিকার অচেনা লেখকের উপদেশাবলি** **উপদেশ ৮, ১-৩**

**মণ্ডলীর একতা সব দেশের ভাষায় কথা বলে**

শিষ্যেরা সব দেশের ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেসময় ঈশ্বর এমনভাবেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ইঙ্গিত করতে চাইলেন, যাঁরা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলেন, তাঁরা যেন সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারেন। প্রিয় ভাইবোনেরা, আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, ইনিই সেই পবিত্র আত্মা যাঁর দ্বারা ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আর যেহেতু ভালবাসাই একদিন ঈশ্বরের মণ্ডলীকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সংগ্রহ করার কথা ছিল, সেহেতু যেমন সেসময় একজনমাত্র মানুষও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারত, তেমনি আজ পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত মণ্ডলীর একতা সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারে।

সুতরাং কেউ যদি আমাদের একজনকে বলে, 'তুমি তো পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছ, তবে কেন সব দেশের ভাষায় কথা বল না?' তাহলে তাকে এভাবে উত্তর দিতে হবে, 'অবশ্যই আমি সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারি, কেননা আমি খ্রীষ্টের সেই দেহে আছি তথা সেই মণ্ডলীতে আছি যা সব দেশের ভাষায় কথা বলে। কেননা ঈশ্বরের মণ্ডলী যে একদিন সব দেশের ভাষায় কথা বলবে, একথা ছাড়া ঈশ্বর সেসময় পবিত্র আত্মার উপস্থিতির

মধ্য দিয়ে আর কীবা ইঙ্গিত দিলেন?' এভাবে পূর্ণতা লাভ করল সেই প্রতিশ্রুতি যা প্রভু দিয়েছিলেন: কেউ *পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না। লোকে বরং নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখে, তাতে দুই-ই রক্ষা পায়।* একারণেই তো কয়েকটা লোক, শিষ্যদের সব দেশের ভাষায় কথা বলতে শুনে বলছিল, *মিঠে মদ খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।* আসল কথা হল যে, শিষ্যেরা সেসময় পবিত্রতার অনুগ্রহে নবায়িত হয়ে নতুন ভিস্তি স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন: তাতে নতুন আঙুররসে তথা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে সব দেশের ভাষায় কথা বলতে বলতে উদ্দীপ্তই হয়ে উঠেছিলেন, আর এভাবে সেই স্পষ্ট অলৌকিক কাজে তাঁরা সেই মণ্ডলীর পূর্বলক্ষণ হয়ে উঠলেন, যে মণ্ডলী একদিন সব দেশের ভাষার মধ্য দিয়েই সার্বজনীন হবার কথা।

অতএব তোমরা খ্রীষ্টের একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবেই এদিন উদ্‌যাপন কর। কেননা যা উদ্‌যাপন কর, তোমরা যদি ঠিক তা-ই হও, তবেই তা বৃথা হবে না। অর্থাৎ কিনা, তোমরা সেই মণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাকে প্রভু পবিত্র আত্মায় নিত্যপরিপূর্ণ ক'রে বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধিশীল ক'রে আপন বলে স্বীকার করেন আর যা দ্বারা তিনিও স্বীকৃত হন। যেমন যে বর আপন কনেকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়নি, তেমনি কেউ তাকে আলাদা কনেকে দিতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে তোমরা যারা সকল জাতির মানুষকে নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ তোমরা যারা খ্রীষ্টের মণ্ডলী, খ্রীষ্টের অঙ্গগুলি, খ্রীষ্টের দেহ, খ্রীষ্টের কনে, তোমাদেরই কাছে প্রেরিতদূত বলেন, গভীর *ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হয়ে তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।* লক্ষ কর, যেখানে তিনি পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হতে আদেশ করলেন, সেখানে ভালবাসাই স্থাপন করলেন; যেখানে একতার আশা পেলেন, সেখানে শান্তির বন্ধন দেখালেন। এই তো ঈশ্বরের গৃহ যা জীবন্ত প্রস্তরে গড়া, যেখানে এমন গৃহস্বামী বাস করেন, যাঁর চোখ দু'টোকে যেন কোন বিচ্ছেদের সর্বনাশ কখনও দুঃখ না দেয়।

**শ্লোক শিষ্য ১৫:৮-৯; ১১:১৮**

℟ অন্তর্যামী পরমেশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন।
℣ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।
℟ ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।
℣ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*বিকল্প* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি** **উপদেশ ৭৭ ১-৩**

**ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন,**
**যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'**

প্রিয়জনেরা, বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত এদিনের মহোৎসব সেই পবিত্র আত্মার আগমনে পবিত্রিত হল, যিনি প্রভুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে প্রত্যাশী প্রেরিতদূত ও বিশ্বাসী জনগণের উপর নেমে এলেন।

প্রভু যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিধায় তিনি প্রত্যাশিত ছিলেন: তিনি যে সেদিন প্রথম বারেরই মত পবিত্রজনদের অন্তরে বাস করতে লাগবেন, এমন নয়; তিনি বরং নিজের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মানবহৃদয়কে মহত্তর ভক্তিতে প্রজ্বলিত করবেন ও নিজ মঙ্গলদানগুলি দানে তাদের উত্তরোত্তর প্লাবিত করবেন; সুতরাং আগের চেয়ে অধিক মুক্তহস্তে নিজেকে দান করায় তিনি যে নতুন একটা কাজ শুরু করছিলেন, তেমন নয়।

পবিত্র আত্মার ঐশমর্যাদা পিতা ও পুত্রের সর্বশক্তি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নয়; আর ঐশশাসন সবকিছুর ব্যবস্থাপনায় যা কিছু নির্ধারণ করে, তা গোটা ত্রিত্বের সুব্যবস্থা থেকেই আগত। দয়ার ক্ষমাশীলতা এক, ন্যায্যতার কঠোরতাও এক; যেখানে ইচ্ছার বিভেদ নেই সেখানে কাজের বিচ্ছেদও নেই। পিতা যা কিছু আলোকিত করেন, তা পুত্রও আলোকিত করেন, পবিত্র আত্মাও আলোকিত করেন; আর যেহেতু প্রেরিত ব্যক্তিত্ব এক, প্রেরক ব্যক্তিত্ব

অন্য ও প্রতিশ্রুতিদানকারী ব্যক্তিত্বও অন্য, সেহেতু ঐক্য ও ত্রিত্ব একসময়েই প্রকাশিত; এতে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, সত্তা সমান হয়েও একটিমাত্র নয়, ও সমস্বরূপ বলতে একব্যক্তিত্ব বোঝায় না।

অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের সহযোগিতা সর্বদাই বজায় রেখে, প্রকৃতপক্ষে কোন কোন কাজ পিতা, কোন কোন কাজ পুত্র ও কোন কোন কাজ পবিত্র আত্মাই সাধন করেন; তা কিন্তু মানবমুক্তি-পরিকল্পনা ও ত্রাণ-সঙ্কল্পের উপরেই নির্ভর করে। যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, সেই মানুষ যদি নিজ স্বরূপকে অর্পিত মর্যাদায় থাকত ও শয়তানের ফাঁদে প্রবঞ্চিত হয়ে ও দেহকামনা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিরূপিত বিধান লঙ্ঘন না করত, তাহলে বিশ্বস্রষ্টাও মানুষ হতেন না, সেই অনাদিকালীনও নিজেকে কালসাপেক্ষতার অধীন করতেন না, পিতার সমতুল্য পুত্র-ঈশ্বরও *পাপময় মানবস্বরূপের সদৃশ মানবস্বরূপে* দাসের অবস্থা ধারণ করতেন না। কিন্তু যেহেতু *শয়তানের হিংসার ফলে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছিল*, আর নিজ ঐশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যদি প্রকৃত মানুষ হয়ে—এমন মানুষ যিনি একাই পাপের কলুষ থেকে মুক্ত—আমাদের পক্ষসমর্থন না করতেন তবে আমাদের বন্দিদশা নিঃশেষ করা যেতে পারত না, সেহেতু দয়াপূর্ণ ত্রিত্ব আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাজ নিজের মধ্যে ভাগ করে নিলেন, যাতে করে পিতাকে প্রসন্ন করা হয়, পুত্র তাঁকে প্রসন্ন করেন ও পবিত্র আত্মা অগ্নিপ্রেরণা দেন।

তবু মানুষের পক্ষেও নিজেদের মুক্তিকর্মে কিছুটা অংশ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল, মুক্তিসাধক যাদের হৃদয়ে মনপরিবর্তনের বাণী ধ্বনিত করেছিলেন, তারা শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবে; এজন্যই প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে *ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আর যেখানে প্রভুর আত্মা আছেন, সেখানে স্বাধীনতা আছে। উপরন্তু পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউই বলতে পারে না যে 'যীশুই প্রভু।'*

**শ্লোক** গা ৪:৬; ২ তি ১:৭

*প্র* তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করেছেন
*উ* তাঁর পুত্রের আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।
*প্র* ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন,
*উ* তাঁর পুত্রের আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।